Multidisciplinary Course (MDC)

Course Name: Ethics & Education

Course Name: Ethics & Education

Module – 1 (শিক্ষার ধারণা)

- মহান ভারতীয় শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদ শ্রী অরবিন্দ ঘোষ , মহাত্মা গান্ধী , রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ ও সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান এর ধারণা অনুযায়ী শিক্ষার সংজ্ঞা বা ধারণা ও তার প্রকৃতি।

- মহান প্রাশ্চাত্য শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদ সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টট্ল, রুশো ও জন ডিউই এর ধারণা অনুযায়ী শিক্ষা

শিক্ষা' এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ

ইংরাজী 'Education' শব্দটি চারটি লাতিন শব্দ থেকে এসেছে, যথা –

- 'Educare' যার অর্থ হল – পরিচর্যা বা প্রতিপালন করা (to nourish, to bring up)।
- 'Educere' যার অর্থ হল – নির্দেশনা দেওয়া (to lead out) বা নিষ্কশন করা (to draw out)।
- 'Educatum' যার অর্থ হল – শিক্ষাদানের কাজ (act of teaching training)।
- Educo' যার অর্থ হল – বাইরে নিয়ে আসা (to lead out)।

শিক্ষা কি (What is education?)

শিক্ষা হল শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশসাধন করা। অর্থাৎ শিক্ষা হল শিশুকে সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধনের মধ্য দিয়ে সমাজ উপযোগী করে গড়ে তোলা।

শিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ গণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষা কে ব্যাখ্যা করেছেন। এখানে শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন শিক্ষাবিদদের মতবাদ ও সংজ্ঞা উল্লেখ করা হল –

1. **উপনিষদ অনুযায়ী** শিক্ষা

শিক্ষা হল এমন প্রক্রিয়া যেটি মানুষকে সংস্কারমুক্ত করে তোলে।

2. **ঋগ্বেদ** অনুযায়ী শিক্ষা

শিক্ষা হল এমন প্রক্রিয়া যা ব্যক্তিকে আত্মনির্ভরশীল ও স্বার্থশূন্য করে গড়ে তোলে।

3. স্বামী বিবেকানন্দের মতে শিক্ষা

বিবেকানন্দের মতে শিক্ষা হল – শিশুর অন্তর্নিহিত সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন। ("Education is the manifestation of the perfection already in man.")

4.গান্ধিজির মতানুযায়ী শিক্ষার সংজ্ঞা

গান্ধিজির মতে শিক্ষার সংজ্ঞা (Definition of Education) হল -"By education, I mean an all-round drawing out of the best in child and man -body, mind and spirit." অর্থাৎ শিশুর দেহ, মন ও আত্মার সুষম বিকাশ সাধন।

5. **অ্যারিস্টটলের** মতানুযায়ী শিক্ষার সংজ্ঞা

অ্যারিস্টটলের মতানুযায়ী শিক্ষার সংজ্ঞা হল – "Education is the creation of a sound mind in a sound body." অর্থাৎ শিক্ষা হল সুস্থ শরীরে সুস্থ মনের সৃষ্টি করা।

6. **রবীন্দ্রনাথের** মতানুযায়ী শিক্ষার সংজ্ঞা

রবীন্দ্রনাথের মতানুযায়ী শিক্ষার সংজ্ঞা হল – 'তাকেই বলি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, যা কেবল তথ্য পরিবেশন করে না, যা বিশ্বসত্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবন গড়ে তোলে'।

7. **ঋষি অরবিন্দর** মতে শিক্ষা

ঋষি অরবিন্দ বলেছেন – মানুষ যে বিকাশমান আত্মসত্তার অধিকারী, তার সুষম বিকাশ সাধন হল শিক্ষা।

8. **জন ডিউই (John Dewey)** মতে শিক্ষা

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ **জন ডিউই (John Dewey)** বলেছেন – শিক্ষা হল অভিজ্ঞতার অবিরাম পুনর্গঠনের মাধ্যমে জীবনযাপনের প্রক্রিয়া।

9. **মন্টেগু (Montague)** -র মতে শিক্ষা

শিক্ষা হল মানুষের বিভিন্ন প্রকার মানসিক শক্তির বিকাশ সাধন ও উপযুক্তভাবে অনুশীলন করা।

10. **রুশোর (Rousseau)** মতে শিক্ষা

শিশু কেন্দ্রিক শিক্ষার জনক রুশো বলেছেন – শিক্ষা হল শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত আত্মবিকাশ, যেটি মানব সমাজের সমস্ত কৃত্রিমতা বর্জিত একটি স্বাভাবিক মানুষ তৈরিতে সহায়ক।

11. **প্লেটোর** মতে শিক্ষা

11. **প্লেটোর** মতে শিক্ষা

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্লেটো বলেছেন – শিক্ষা হল এমন একটি ধারণাশক্তি, যেটি সঠিক মুহূর্তে আনন্দ ও বেদনা অনুভবে ব্যক্তিকে সাহায্য করে। শিক্ষা শিক্ষার্থীদের দেহ মনের সৌন্দর্য এবং অন্তর্নিহিত পূর্ণতাকে বিকশিত করে থাকে।

12. **হার্বার্ট স্পেন্সার** -এর মতে শিক্ষা

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হার্বার্ট স্পেন্সার বলেছেন – শিক্ষা হল পরিপূর্ণ জীবন যাপনের প্রক্রিয়া।

13. **ফ্রয়েবেলের** মতে শিক্ষা

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ফ্রয়েবেল শিক্ষা সম্পর্কে বলেছেন – শিক্ষা হলো সেই বিকাশমান প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে ব্যক্তি প্রকৃতির রাজ্যে নিজের বিস্তৃতি ঘটায় এবং মানব সমাজের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে বা মানিয়ে নেয়।

14. **কমেনিয়াস** -এর মতে শিক্ষা

শিক্ষা সম্পর্কে কমেনিয়াস বলেছেন – শিক্ষা হল ব্যক্তির নৈতিক বিকাশের সাহায্যে ইহলোক ও পরলোকের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত করা। যেটি ব্যক্তিকে প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতে সাহায্য করে। তিনি আরো বলেন – শিক্ষা ছাড়া ব্যক্তি বন্যপ্রাণী, বুদ্ধিহীন পশু বা বন্য ঝোপের পর্যায়ে থেকে যাবে।

15. **জন অ্যাডামস** -এর মতে শিক্ষা

জন অ্যাডামস বলেছেন – শিক্ষা হল একটি সচেতন এবং ঐচ্ছিক প্রক্রিয়া, যার দ্বারা একজন ব্যক্তি যোগাযোগ ও জ্ঞান নিয়ন্ত্রণের দ্বারা অন্য একজন ব্যক্তির বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

তাই বিভিন্ন শিক্ষাবিদের সংজ্ঞা গুলি বিশ্লেষণ করে বলা যায়, শিক্ষা হল শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন যেমন – দৈহিক, মানসিক প্রাক্ষোভিক, আধ্যাত্মিক, চারিত্রিক, সামাজিক প্রভৃতি।

Course Name: Ethics & Education

Module – 2

Understanding Ethics (নৈতিকতা এবং নীতি শিক্ষার ধারণা)

- ভারতীয় দার্শনিক পরিপ্রেক্ষিত, ভগবতগীতা , বৌদ্ধ নীতিশাস্ত্র, জৈন নীতিশাস্ত্র, সংখ্যা নীতিশাস্ত্র ও যোগ নীতিশাস্ত্র অনুযায়ী নীতির ধারণা ও অর্থ।
- প্রাশ্চাত্য দার্শনিক পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী নীতির সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও পরিধি
- পরমকারণবাদ অনুযায়ী নৈতিকতা, উপযোগিতাবাদ (বেনথাম ও মিল).

নৈতিক শিক্ষা হল সেই শিক্ষা যা নৈতিক আচরণ ও আচরণের জন্য দেওয়া হয়, যার ফলস্বরূপ শিশুর মধ্যে নৈতিকতার বিকাশ ঘটে। মানব চরিত্রের সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত মানবিক গুণাবলী গ্রহণ করা হল নৈতিকতা।

এর ধর্ম, সদাচরণ, নৈতিক কর্তব্য ও মানবিক গুণাবলী ইত্যাদি সবই আসে। নৈতিকতা সহজাত নয় কিন্তু তা অর্জিত। প্রকৃতপক্ষে, নৈতিক আচরণ এবং আচরণ হল সমাজ দ্বারা অর্জিত বা শেখা আচরণ। প্রথমে শিশু এটিকে অনুকরণ করে নেয়, তারপর তার নিজের চিন্তাভাবনা এবং আদর্শ অনুসারে। পরিবার, স্কুল, ফ্রেন্ড সার্কেল, সমাজ ও পরিবেশ ইত্যাদির মাঝে থেকেই শিশু এই কাজটি করতে পারে। পরিবার, স্কুল, বন্ধু, ধর্ম, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ থেকে শিশু নৈতিক শিক্ষা লাভ করে।

নীতিশাস্ত্র বা নৈতিক দর্শন হল দর্শনের একটি শাখা যেটি "সঠিক" ও "ভুল" এর ধারনাগুলিকে পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের জন্য সুশৃঙ্খল করে, রক্ষা করে এবং সুপারিশ করে। নন্দনতত্ব ও নীতিশাত্র - এরা মূল্যবোধ নিয়ে আলোচনা করে। আবার এই শাখাগুলো মিলে একত্রে গঠনকরে দর্শনের আরেক শাখা - Axiology।

নৈতিকতার অর্থ :-

গ্রীক শব্দ “ethos" থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ "জীবনযাপনের উপায় (Way of Living)", নীতিশাস্ত্র হল দর্শনের একটি শাখা যা মানুষের আচরণের সাথে সম্পর্কিত, বিশেষভাবে সমাজে ব্যক্তিদের আচরণের সাথে সম্পর্কিত। নীতিশাস্ত্র আমাদের নৈতিক বিচারের যৌক্তিক ন্যায্যতা পরীক্ষা করে; এটি নৈতিকভাবে সঠিক বা ভুল, ন্যায় বা অন্যায় অধ্যয়ন করে।বৃহত্তর অর্থে, নৈতিকতা মানুষ এবং প্রকৃতির সাথে এবং অন্যান্য মানুষের সাথে তাদের মিথস্ক্রিয়া, স্বাধীনতা, দায়িত্ব এবং ন্যায়বিচারের উপর প্রতিফলিত হয়। এটা বলা যেতে পারে যে সাধারণভাবে, নৈতিকতা মানুষের স্বাধীনতার সাথে সম্পর্কিত যখন এটি মানুষের এবং বিশ্বের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এই স্বাধীনতা নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রাথমিক শর্ত এবং তথ্যের যে কোনো বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ। ব্যক্তিরা স্বাধীনতা প্রদর্শন করে যখন, একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায়, তারা তাদের কন্ডিশনার থেকে যতটা সম্ভব নিজেদেরকে মুক্ত করতে বেছে নেয়। যতদূর পর্যন্ত এই অপারেশনটি একটি ডিগ্রী স্পষ্টতা অনুমান করে যা আমাদের বস্তুনিষ্ঠভাবে বিচার করতে এবং কোন দিকটি নিতে হবে তা সিদ্ধান্ত নিতে দেয়, এটি বোঝা যাবে যে নৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন।

নীতিশাস্ত্রের অর্থ:

Ethics শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ 'ethos' থেকে যার অর্থচরিত্র বা আচরণ। নীতিশাস্ত্রকে নৈতিক দর্শন বা দার্শনিকও বলা হয়নৈতিকতা সম্পর্কে চিন্তা। এই নৈতিকতাকে আরও বিস্তৃত করা হয়েছে কর্ম হিসাবে এবংআচরণ যা 'ভাল' বা 'মন্দ', বিশেষ ঐতিহ্য, গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কিতবা স্বতন্ত্র।'নৈতিক' এবং 'নৈতিক' শব্দটি প্রায়শই সঠিক বা ভালোর সমতুল্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়'অনৈতিক' এবং 'অনৈতিক' এর বিরোধী। এর অর্থ নৈতিকভাবে সঠিক বা নৈতিকভাবে ভালো নয়তবে এটি অবশ্যই নৈতিকতার সাথে সম্পর্কিত।

নীতিশাস্ত্র হল সেই বিজ্ঞান যা নৈতিক আচরণ বা অধিকারের সাথে সম্পর্কিতঅথবা মানুষের আচরণের ভুল এবং ভাল বা মন্দ। এটি সেই নীতিগুলিকে সমর্থন করে যাআমাদের আচরণকে নৈতিক করুন। এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যখন আমরা এর ডেরিভেশন ব্যাখ্যা করিশব্দ সঠিক এবং ভাল। রাইট শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'রেকটাস' থেকে এসেছে, যাআক্ষরিক অর্থ 'সরল' বা 'বিধি অনুসারে'। এর মানে হল যে আমরা উদ্বিগ্নসেই নীতিগুলি যা আমাদের আচরণকে সঠিক বা সোজা করে।'সঠিক' শব্দের বিশ্লেষণ নীতিশাস্ত্রের একটি দিক ব্যাখ্যা করে। নিয়ম হলমানে এবং যখনই উপায় থাকে, সেখানেও শেষ বা লক্ষ্য থাকতে হবে। যদি ডানআচারের গড় হয়, তাহলে প্রশ্ন জাগে যে এর পরিণতি কী হওয়া উচিত? আমরা পেতেএর উত্তর তখনই পাওয়া যায় যখন আমরা ভালো শব্দটি বিশ্লেষণ করি যা থেকে উদ্ভূত হয়েছেজার্মান শব্দ 'অন্ত্র'। অন্ত্র মানে কিছু শেষের জন্য দরকারী বা সেবাযোগ্য সবকিছুউদ্দেশ্য যখন আমরা বলি যে অমুক অমুক স্কুল ভালো, তখন আমরা আসলে যা বোঝাতে চাচ্ছিএটি শিশুদের শিক্ষার জন্য দরকারী। এইভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা ব্যাখ্যা করি নাভালো কিছু যা কিছু প্রান্তের জন্য উপযোগী, বরং আমরা এর দ্বারা বুঝিয়েছি, শেষ বানিজেই ভাল। তাই আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে নীতিশাস্ত্র শেষ বা লক্ষ্যের সাথে সম্পর্কিতজীবনের. আমরা জানি আমাদের জীবনে এবং অন্যের জীবনে অসংখ্য জিনিস রয়েছেযে ভাল হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে. একটি বিজ্ঞান হিসাবে নীতিশাস্ত্র নির্দিষ্ট সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়ব্যক্তিদের ভালো; বিপরীতভাবে এটি সর্বোচ্চ লক্ষ্য বা এর সাথে সম্পর্কিতচূড়ান্ত শেষ যার রেফারেন্সের সাথে ব্যক্তির সমগ্র জীবন পরিচালিত হয় -**‘Summum Bonum’.**

Nature of Ethics:

নৈতিকতা নির্দেশ করে যে মানুষের কি করা উচিত, সাধারণত অধিকারের ক্ষেত্রে,বাধ্যবাধকতা, ন্যায্যতা এবং নির্দিষ্ট পুণ্য। এটি প্রাপ্যতা-সঠিকতার বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিতএবং অন্যায়, নৈতিকতার ক্ষেত্রে কী সঠিক, অনৈতিক ক্ষেত্রে কী ভুল। কখনও কখনও'যথাযথ', 'ন্যায্য' এবং 'ন্যায়' শব্দটিও সঠিক এবং নৈতিকতার জায়গায় ব্যবহৃত হয়।একজন সাধারণ মানুষ মন্তব্য করতে পারে যে 'আনন্দ ভালো' বা জাতির সমৃদ্ধিভাল. সমস্যার মাধ্যাকর্ষণ দেখা দেয় যখন আমরা আনন্দ বা সমৃদ্ধির সাথে সমান করিভাল. এটা একমত হতে পারে যে আনন্দ বা সমৃদ্ধি ভাল জিনিসগুলির মধ্যে একটিজীবন কিন্তু তার কাঁধে একটি বুদ্ধিমান মাথা সঙ্গে কোন মানুষ জোর যে ভাল কিছুই নাকিন্তু আনন্দ বা সমৃদ্ধি হল ভালোর সংজ্ঞা। প্লেটো এবং এরিস্টটলের সময়েএকজন ভালো মানুষ বা নীতিবান মানুষ ছিলেন একজন ভালো নাগরিকনীতিশাস্ত্র অধ্যয়নের ব্যবহারিক দিকগুলি যতদূর উদ্বিগ্ন, তা হতে পারেনৈতিকতা যদি নৈতিক সমস্যার একটি তাত্ত্বিক অধ্যয়ন হয়। এমন ঘোষণা হতে পারেরাস্তার লোকটির জন্য কোন ব্যবহারিক মূল্য নেই। বলা হয় একা অভিজ্ঞতামানুষের মনের নৈতিক দিককে সমৃদ্ধ করে যে তাত্ত্বিক জ্ঞানের পরিমাণ নেইসম্ভবত মানুষের নৈতিক মান বাড়াতে পারে। সক্রেটিস অনেক আগেই ঘোষণা করেছিলেন যে পুণ্যজ্ঞান. তিনি যা বোঝাতে চেয়েছিলেন যে দুর্ঘটনাক্রমে কেউ নৈতিক হতে পারে নাবা নৈতিক কাজের প্রকৃতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ছাড়াই। জৈন নীতিশাস্ত্রে যা জানা যায়অহিংসার ব্যবহারিক প্রয়োগকে সর্বোচ্চ গুণ হিসেবে দেখা হয়েছেবলেছিলেন যে 'জ্ঞান অবশ্যই করুণার আগে হবে'। এই বিবৃতিগুলি নিজেরাইইঙ্গিত করার জন্য যথেষ্ট যে গুণের জ্ঞান হল অনুশীলনের ভিত্তিপুণ্য.

এইভাবে নৈতিক সমস্যার তাত্ত্বিক আলোচনার মূল ভিত্তিব্যবহারিক জীবনে এর প্রয়োগ। পাশ্চাত্য সভ্যতার ওপর বেশি জোর দিচ্ছেবস্তুগত অগ্রগতি এবং বিজ্ঞানকে ধর্ম ও অধিবিদ্যা থেকে আলাদা করে রেখেছিলনীতিশাস্ত্র পশ্চিমের দ্বৈতবাদী মনোভাব মানুষের স্বাভাবিক জীবনকে ব্যাহত করেছেএবং মানুষকে আত্মহত্যার দ্বারপ্রান্তে নিয়ে এসেছে। মানুষের আয়ত্ত থাকা সত্ত্বেওপ্রকৃতির উপর তার আন্তঃগ্রহ ভ্রমণের স্বপ্ন সত্যি হচ্ছে, কিন্তু সাধারণপৃথিবীর মানুষ নিজের সাথে শান্তিতে নেই। পৃথিবীতে সন্দেহ ও ভয় পাকাআজ. হাজার বছর আগে ভারতীয় ঋষিরা যে নৈতিক আদর্শ স্থাপন করেছিলেন তা হলসর্বজনীন মান যা সর্বদা অনুসরণ করা যেতে পারে এবং মন্দের জন্য দীর্ঘস্থায়ী নিরাময়যা আধুনিক সমাজে প্রবেশ করেছে। এটা সত্য কারণ এই আদর্শগুলি কখনই ছিল নানৈতিকতার নিছক তত্ত্ব হিসাবে বিবেচিত কিন্তু যা গ্রহণ করে আধ্যাত্মিক জীবনের মোড হিসাবেব্যক্তি ও সমাজ সুসংগতভাবে গড়ে ওঠে।নীতিশাস্ত্রের প্রকৃতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ স্পষ্টভাবে দেখায় যে এটি উদ্বিগ্নমানব জীবনের সাথে এবং এটি আদর্শিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের আচরণকে বিচার করে।তাই নীতিশাস্ত্রের বিভিন্ন সংজ্ঞা বিভিন্ন চিন্তাবিদ প্রণয়ন করেছেন।ম্যাকেঞ্জি উল্লেখ করেছেন যে নীতিশাস্ত্র মানব জীবনের সাথে জড়িত আদর্শের একটি সাধারণ অধ্যয়ন।ডিউই বলেছেন যে নীতিশাস্ত্রের বিষয়বস্তু হল কোনটি সঠিক এবং ভাল তা নির্দেশ করা পরিচালনা. G. E. Moore নীতিশাস্ত্রের বিষয়বস্তু হিসেবে সর্বোচ্চ ভালোকে বিবেচনা করেন। এই সমস্ত ইঙ্গিত দেয় যে নীতিশাস্ত্রের বিষয়বস্তু মানুষের সামাজিক আচরণ অন্তর্ভুক্ত করে। দ্যনীতিশাস্ত্রের প্রকৃতি অসম্পূর্ণ, যতক্ষণ না আমরা আদর্শিক বিজ্ঞানের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করি।

Scope of Ethics

নীতিশাস্ত্রের পরিধি তার নিজস্ব বিষয়-বস্তু অন্তর্ভুক্ত করে। নৈতিকতা একটি আদর্শবিজ্ঞান যা আমাদের আচরণের প্রকৃতিতে নৈতিক আদর্শ বা ভাল নিয়ে কাজ করে। বিজ্ঞান হিসেবে নৈতিকতার এটি মানুষের আচরণের উত্স সম্পর্কে অনুসন্ধান করে না বরং জোর দেয় বিষয়বস্তু এবং নৈতিক চেতনার বিভিন্ন সমস্যা যেমন উদ্দেশ্য, উদ্দেশ্য,স্বেচ্ছাসেবী কর্ম এবং তাই.প্রতিটি বিজ্ঞান এবং বিষয় অধ্যয়নের একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্র পেয়েছে। এটি মধ্যে চলে আসেযে বিষয়ের পরিধি। নীতিশাস্ত্র অধ্যয়নের একটি ক্ষেত্রও রয়েছে। নৈতিকতার সমস্যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে সম্পর্কিত। এটি আধুনিক সময়ে অধ্যয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রএবং নৈতিকতা ছাড়া কোন মানব প্রতিষ্ঠান অগ্রগতি করতে পারে না। নীতিশাস্ত্র তাদের একটি অধ্যয়নলালিত আদর্শ ও মূল্যবোধ যা বৃদ্ধি, উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য অত্যাবশ্যক মানব সমাজের। পরিতাপের বিষয় যে মানুষ উচ্চ মূল্যবোধ ভুলে গেছেজীবনের এবং ক্ষমতা এবং অর্থের পিছনে লোভী। প্রফেসর ম্যাকেঞ্জি বলেছেন “মূল্যবোধের বস্তুনিষ্ঠতা মানব সমাজের নৈতিকতাকে নিম্নগামী করেছে।"তাই নৈতিকতা মানুষের ব্যক্তিত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। নীতিশাস্ত্রের সুযোগপ্রশস্ত যা প্রধানত নীতি বা কর্মের কারণগুলির সাথে সম্পর্কিত: - কি বাধ্যবাধকতা সবার জন্য সাধারণ? - সব ভালো কাজে ভালো কি? - কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ। - ব্যক্তি এবং সমাজ।পুরো প্রশ্নটি নৈতিকতার পরিধির অধীনে রাখা হয়েছে।আসুন আমরা ব্যক্তি এবং সমাজ হিসাবে একজনকে নিয়ে আলোচনা করি। প্রতিটি সমাজ নিশ্চিত করেছেঐতিহ্য, রীতিনীতি, নীতি এবং আরও অনেক কিছু। এগুলি অনুসরণ করা ব্যক্তির প্রয়োজন রীতিনীতি এবং ঐতিহ্য. ব্যক্তি এবং সমাজের মধ্যে সম্পর্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নৈতিকতার আগে সমস্যা। কিছু চিন্তাবিদ অভিমত যে নৈতিকতা একটি ব্যক্তি ঘটমান বিষয়. কিন্তু কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে নৈতিকতার বৃহত্তর স্বার্থ পূরণ করা উচিত সমাজ এটি ছাড়াও প্রতিটি ব্যক্তির অবশ্যই একটি ব্যক্তিগত নৈতিকতার কোড থাকতে হবে। এইযাকে আমরা জীবনের নীতি বলি। যেমন একটি কোড স্ব-আরোপ করা উচিত.

নীতিশাস্ত্র আমাদের এই কোড তৈরি করতে সাহায্য করতে পারে। দ্বিতীয়ত কিছু কর্তব্য ও দায়িত্ব রয়েছে সমাজের দিকে। নৈতিকতা আমাদের তাদের সম্পর্কে সচেতন করতে পারে।সুতরাং নীতিশাস্ত্র নৈতিক শাসনের একটি গাইড বই। মনুষ্য-মানুষের অধিকারী বিশুদ্ধ কারণ একটি স্বতন্ত্র অনুষদ. তাদের বিবেক আছে যা আলাদা চেতনা থেকে। এরিস্টটল মানুষকে 'সামাজিক প্রাণী' বলেছেন। মানে মানুষ থাকা সামাজিকতা অবস্থায় থাকতে হস্তক্ষেপ। এবং তাদের স্ববিরোধী প্রবৃত্তি বেঁচে থাকা এবং আধিপত্য ক্রমাগত তাকে স্বার্থপরতার দ্বিধা মোকাবেলা করতে ধাক্কা দেয়এবং নিঃস্বার্থতা। এইভাবে নৈতিকতা ব্যক্তির নৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের একটি হাতিয়ার হয়েছে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জন্য অন্যদের সাথে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করুন। যখনই আছে মানুষের আচার-আচরণ পরিচালনায় নৈতিকতার জন্য সমস্যা হতে পারে। এই গোলক হতে পারে বিস্তৃত ভাবে চারটি উপায়ে বিভক্ত:

- নৈতিক
- সামাজিক
- ধর্মীয়
- রাজনৈতিক

নৈতিক শিক্ষা কি: যে শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর মধ্যে নৈতিকতার বিকাশ ঘটে এবং জীবন চলার পথে সকল ক্ষেত্রে নৈতিকতার প্রকাশ দেয় তাই নৈতিক শিক্ষা। সহজ ভাষায়, ধর্ম, সদাচরণ, নৈতিক কর্তব্য ও মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন শিক্ষাকে নৈতিক শিক্ষা বলে।

নৈতিক শিক্ষা বলতে শুধুমাত্র যে নৈতিক বিকাশ লাভ করবে তাই নয় বরঞ্চ নৈতিক শিক্ষা বলতে বোঝানো হয়, সর্বজনীনভাবে মানবিক গুণাবলী মানুষের মধ্যে বিকাশ ঘটানো।

মানুষ চরিত্রে চিহ্নিত হয় এবং মানুষ হলে তার মধ্যে নৈতিকতার দিকটি থাকতে হবে, মানবিক গুণাবলী গ্রহণ করা নামে হলো নৈতিকতা।

মানবিক গুণাবলী বলতে মূলত নৈতিক গুণাবলী কে বুঝানো হয়, আর মানবিক গুণাবলীর মাধ্যমে মানুষের মনুষ্যত্ব জাগ্রত হয়।

নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য

ক) নৈতিক শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য

নিম্নে নৈতিক শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য হল-

1. শারীরিক ও মানসিক শক্তির বিকাশ

শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো শিশুর শারীরিক ও মানসিক শক্তি যেমন শরীর, মন, স্মৃতিশক্তি, সংকল্প ও সিদ্ধান্ত ক্ষমতা, কল্পনা ও চিন্তাশক্তি ইত্যাদির বিকাশ ঘটানো। শিশুদের নৈতিক বিকাশের জন্য তাদের মানসিক শক্তির বিকাশ প্রয়োজন।

2. ইন্দ্রিয় অঙ্গের প্রশিক্ষণ

শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল শিশুর ইন্দ্রিয় অঙ্গ যেমন চোখ, কান ইত্যাদিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া। শিশুর ইন্দ্রিয় প্রশিক্ষিত হলেই তার সঠিক নৈতিক বিকাশ সম্ভব হবে।

2. যুক্তি শক্তির বিকাশ

শিশুর মানসিক শক্তির বিকাশের পর যুক্তি শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। যুক্তির শক্তির মাধ্যমে শিশু তার চরিত্র ও নৈতিক বিকাশের দিকে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে।

4. নৈতিকতার বিকাশ

শিক্ষার লক্ষ্য শিশুর মধ্যে নৈতিকতার বিকাশ। নৈতিকতা তিনটি জিনিসের সাথে সম্পর্কিত – শিশুর স্বভাব, শিশুর অভ্যাস এবং শিশুর অনুভূতি। এই তিনটিকে পরিশুদ্ধ করে সুন্দর করে গড়ে তোলার মাধ্যমে শিশুর আচরণ পরিবর্তন করা সম্ভব হবে।

5. আধ্যাত্মিক বিকাশ

শিক্ষার মূল লক্ষ্য শিশুর আধ্যাত্মিক বিকাশও। আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য বিবেকের বিশুদ্ধতা একান্ত প্রয়োজন। শ্রী অরবিন্দের মতে, "শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল আত্মার বিকাশ ঘটানো যা শিশুর মধ্যে বেড়ে উঠতে হয়, তার মধ্যে কী আছে তা প্রকাশ করা এবং তাকে সর্বোত্তম কাজের জন্য নিখুঁত করে তোলা।"

(খ) নৈতিক শিক্ষার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

নিম্নে নৈতিক শিক্ষার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য-

1. শেখার উদ্দেশ্য

বেকনের মতে, "জ্ঞানই শক্তি। তাই নৈতিক শিক্ষার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হল জ্ঞান অর্জন করা বা করা। সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল, দান্তে, কমেনিয়াম প্রমুখ প্রাচীন শিক্ষাবিদরাও এই উদ্দেশ্যের উপর জোর দিয়েছেন।

2. চরিত্র নির্মাণ

অনেক শিক্ষাবিদ চরিত্র গঠন হিসেবে নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। মহাত্মা গান্ধী এবং হারবার্টের মতো শিক্ষাবিদরা বলেন যে নৈতিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল শিশুদের চরিত্র গঠন করা।

আধুনিক ভারতে নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য

ভারতে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদির আদর্শ অর্জনের জন্য নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিশুদের চরিত্রকে নৈতিক করে তোলা।চরিত্র মানেই ব্যক্তিত্বের অভ্যন্তরীণ শক্তি এবং ঐক্য। শুধুমাত্র চরিত্রবান মানুষই সৎ, অনুগত এবং তাদের সিদ্ধান্তে অটল।

তাই শিশুদের চরিত্রকে নৈতিক আদর্শে পরিপূর্ণ করার জন্য নৈতিক শিক্ষার অধীনে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যগুলোর ওপর বিশেষ জোর দিতে হবে-

1. নৈতিক শিক্ষার লক্ষ্য দেশে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার সাথে সম্পর্কিত হওয়া উচিত। এর মাধ্যমে সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।

2. নৈতিক শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত জাতির বিভিন্ন ধর্ম, শ্রেণী, সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে মানসিক ঐক্যের বোধ গড়ে তোলা।

3. এর লক্ষ্য হওয়া উচিত শিশুদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশ করা যাতে ভারতীয় গণতন্ত্র শক্তিশালী হয়।

4. নিঃস্বার্থ কাজে উদ্‌বুদ্ধ করাও নৈতিক শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত। এটি শিশুদের মধ্যে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ও সমাজসেবার মনোভাব জাগিয়ে তোলে।

5. নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হল একজন যোগ্য ও চরিত্রবান নাগরিক তৈরি করা যাতে গণতান্ত্রিক সমাজ ও শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে।

6. নৈতিক শিক্ষার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হল জাতিভেদ প্রথা, বাল্যবিবাহ, যৌতুক প্রথা, অস্পৃশ্যতা, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদির মতো সামাজিক কুপ্রথার অবসান ঘটানো।

নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

নৈতিক শিক্ষা শিশুর আচার-আচরণে পরিবর্তন আনে। শিশুর আচরণের এই পরিবর্তন দেশ ও সমাজের জন্য খুবই প্রয়োজন। নৈতিক শিক্ষাকে অবহেলা করলে শিশুর সার্বিক বিকাশ সম্ভব নয়।

মানুষ প্রকৃতিগতভাবে একটি সামাজিক প্রাণী এবং তাকে সমাজে বসবাস করতে হয়। তাই সামাজিকীকরণের জন্য শিশুকে নৈতিক শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর সামাজিক বিকাশ ঘটে এবং তার দৃষ্টিভঙ্গি উদার হয়। নৈতিক শিক্ষা শিশুর ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশ ঘটায়। নৈতিক শিক্ষার অভাবে একটি শিশু যোগ্য ও আদর্শ নাগরিক হতে পারে না। সে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে বুঝতে পারে না, নিজেও উন্নতি করতে পারে না, সমাজ ও দেশের সেবাও করতে পারে না। নৈতিক শিক্ষা মানব জীবনের ভিত্তি। তাই এটি বাধ্যতামূলকভাবে পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

Ethics According to Bhagavat Gita

এটি একজনের নৈতিক চরিত্রকে বোঝায় এবং যেভাবে সমাজে মানুষ স্বীকৃত নীতি অনুসারে আচরণ করার আশা করে। বেশিরভাগ দার্শনিক এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে চরিত্রের অভাবের কারণে নৈতিক ব্যর্থতা ঘটে।ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের একটি দিক হিসেবে, গীতার নীতিশাস্ত্র শেখায় কিভাবে একজন ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা, আবেগ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হয় যাতে করে পৃথিবীতে একটি সুরেলা জীবন যাপন করতে হয় আত্ম-উপলব্ধি এবং স্বাধীনতার চূড়ান্ত পরিণতি। গীতা হল নীতিশাস্ত্রের একটি হাতের বই। এর শিক্ষাগুলো যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির।

জৈন নীতিতত্ত্ব :

জৈন নীতিশাস্ত্রে জীবনযাপনের ক্ষেত্রে তিনটি বিধি নির্দেশ করা হয়েছে। এইগুলি হল - সম্যকদর্শন, সম্যক জ্ঞান ও সম্যক চরিত্র। এই তিনটি বিধিকে জৈন দর্শনে একত্রে ত্রিরত্ন বলা হয়ে থাকে। সম্যক দর্শন বলতে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাসকে বোঝায়। সম্যক জ্ঞান বলতে তত্ত্বজ্ঞানকে বোঝায় এবং সম্যক চরিত্র বলতে বোঝায় সদাচার। এই তিনটি বিধি অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করার জন্য পাঁচটি ব্রত পালন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই পাঁচটি ব্রত হল - (১) অন্যকে হিংসা না করা বা অন্যের অনিষ্ট চিন্তা না করা। (২) সত্য কথা বলা (৪) অন্যের দ্রব্যের প্রতি লোভ না করা। (৩) ব্রহ্মচর্য পালন করা এবং (৫) বিষয়াসক্তি থেকে মুক্ত হওয়া। কর্মের জন্যই আত্মার বদ্ধ অবস্থা। কর্মবন্ধন থেকে মুক্তির মাধ্যমেই আত্মা মুক্ত হয়। সম্যক দর্শন, সম্যক জ্ঞান ও সম্যক চরিত্র এবং পঞ্চমহাব্রত পালনের মধ্য দিয়েই জীবের মোক্ষলাভ ঘটে।

Yoga Philosophy & Ethics

অষ্টাঙ্গযোগ : যোগ দর্শনের চরম লক্ষ্য আত্মার কৈবল্যসিদ্ধি। কিন্তু সাধন ব্যতিরেকে সিদ্ধি সম্ভব হয়না। যোগ দর্শনে এই সাধনার জন্য অষ্টাঙ্গ যোগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাই যোগকে মূলত প্রয়োগবিদ্যা বা সাধনশাস্ত্র বলা হয়। অষ্টাঙ্গ যোগের অনুষ্ঠান করলে অবিদ্যাদি পঞ্চপর্বরূপ ভ্রান্তজ্ঞানের ক্ষয় হয় এবং সম্যক জ্ঞানের উদ্ভাসন হয়। কৈবল্যের সাধনরূপ অষ্টাঙ্গ যোগ প্রসঙ্গে যোগসূত্রে বলা হয়েছে, 'যমনিয়মাসন - প্রানায়াম প্রত্যাহার - ধারণাধ্যান সমাধায়োহষ্টাবঙ্গানি' অর্থাৎ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারনা, ধ্যান ও সমাধি - এই আটটি যোগাঙ্গ। নিম্নে এই আটটি যোগ সম্পর্কে আলোচনা করা হল—

যম: কতকগুলি কর্ম থেকে প্রতিনিবৃতি হওয়াই যম- সাধন। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ এই পঞ্চসাধনকে একত্রে যম বলা হয়।

অহিংসা : অহিংসা হল হিংসার অনুষ্ঠান। হিংসা ত্রিবিধ - কায়িক, বাচিক ও মানসিক। প্রাণী হত্যা কায়িক, প্রাণী হত্যার নির্দেশ দান বাচিক এবং প্রাণী হত্যার সকল্প মানসিক হিংসার দৃষ্টান্ত। তবে শুধুই হত্যাই নয়, প্রাণীকে যে কোনো প্রকার আঘাত বা দুঃখ দানই হিংসা। তাই অহিংসা হল যে কোনো প্রকার হিংসা থেকে পূর্ণ বিরতি।

সত্য : সত্য শব্দের দ্বারা সত্য দর্শন, সত্য শ্রবন ও সত্য ভাষণ বোঝায়। অসত্য সম্পূর্ণ বর্জনীয়।

অস্তেয় - অস্তেয় বলতে বোঝায় কায়িক, বাচিক ও মানসিক সর্বপ্রকার চৌর্যবৃত্তি হতে বিরতি। যোগ দর্শনে অস্তেয় বলতে কেবল পরদ্রব্য অগ্রহণ নয়, পরদ্রব্যের প্রতি স্পৃহাও পরিতাজ্য।

ব্রহ্মচর্য : ব্রহ্মচর্য বলতে পূর্ণ যৌন সংযমকে বোঝায়। যৌনাচার কায়িক ও মানসিক উভয়বিধ হয়। ব্রহ্মচর্যে উভয়বিধ যৌনাচার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

অপরিগ্রহ : জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের অতিরিক্ত বিষয় অগ্রহণই অপরিগ্রহ। জীবন রক্ষার জন্য ন্যূনতম যেটুকু প্রয়োজন কেবল সেটুকু ভোগ্য বস্তুই গ্রহণীয়। অপরিগ্রহের দ্বারা যোগিগণের কৈবল্যের প্রতিবন্ধক ভোগবিলাসিতাকে পরিহার করা হয়েছে।

নিয়ম : যোগসূত্রকার বলেছেন, 'শৌচ - সন্তোষ- তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর প্রনিধানানি নিয়মা: অর্থাৎ শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান এই পঞ্চসাধনকে একত্রে নিয়ম বলে। 'শৌচ' শব্দের দ্বারা দৈহিক ও মানসিক উভয়বিধ শুচিতাকে বোঝানো হয়েছে। সন্তোষ হল একপ্রকার মানসিক সংযম, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শীত-উষ্ণ, কাষ্ঠ মৌন, আকারমৌন ইত্যাদি বিপরীত অবস্থা সহ্য করাকে তপশ্চর্যা বলে। মোক্ষের উপকারক শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন এবং ইষ্টমন্ত্র জপকে স্বাধ্যায় বলে। প্রনব জপের ফলে ইষ্ট বিষয়ের দর্শনলাভ হয়। পরমগুরু ঈশ্বরে সর্বকর্ম সমর্পনকেই ঈশ্বরপ্রণিধান বলে। এরূপ অবস্থায় যোগী স্বস্থ হন, অর্থাৎ তাঁর আত্মা স্ব-স্বরূপে অবস্থান করে।

আসন : মনঃসংযোগের জন্য বিভিন্ন ধরনের ভঙ্গি বা অভ্যাসকে বলা হয় আসন। আসন প্রসঙ্গে যোগসূত্রকার বলেছেন, 'স্থিরসুখমাসনম্' অর্থাৎ স্থির ও সুখদায়ক উপবেসন-ই আসন। আসন-এর অনুশীলনে দেহের নিয়ন্ত্রণ ও মনের একাগ্রতা সাধন সম্ভব হয়। যোগ শাস্ত্রে পদ্মাসন, বীরাসন, ভদ্রাসন,

স্বস্তিকাসন, দণ্ডাসন, ময়ূরাসন ইত্যাদি শারীরিক আসনের উল্লেখ রয়েছে।

৪) **প্রাণায়াম :** বিশেষ নিয়মে শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রন করার প্রক্রিয়া হল প্রাণায়াম। ব্যক্তির প্রাণবায়ুর শ্বাসরূপ অন্তর্মুখী গতি এবং প্রশ্বাসরূপ বহির্মুখী গতি একটি নির্দিষ্ট ছন্দে বিরামহীনভাবে চলে। এই প্রক্রিয়া যথাযথভাবে সম্পাদন করতে পারলে চিন্তা অন্তর্মুখী হয় এবং দীর্ঘসময়ব্যাপী আত্মচিন্তায় মগ্ন থাকা যায়।

৫) **প্রত্যাহার :** ইন্দ্রিয়গুলিকে তাদের বিষয় থেকে প্রতিনিবৃত্ত করে অন্তর্মুখী করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় প্রত্যাহার। যোগ দর্শনে বলা হয়েছে, ইন্দ্রিয়গুলি যে পর্যন্ত তাদের নিজ নিজ স্বাভাবিক বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়, সে পর্যন্ত মন চঞ্চল থাকে। তাই ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয়ানুরাগ থেকে মুক্ত করার জন্য প্রত্যাহার সাধনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

৬) **ধারণা :** যোগ দর্শনে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি দীর্ঘ সময়ব্যাপী কোনো একটি বিষয়ে মনঃসংযোগ করতে পারেনা, সে সাধনার উচ্চতর স্তরে উঠতে পারেনা। তাই এই দর্শনে ধারণাকে একটি সাধন মার্গ হিসাবে গুরুত্ব দওেয়া হয়েছে। কোনো বিষয়ে দীর্ঘ সময় মনোনিবেশ করাকে বলা হয়েছে ধারণা। নাভি, হৃদয়, বক্ষ, কণ্ঠ, তালু নাসিকাগ্র, নেত্র, ভ্রূযুগলের মধ্যভাগ বা দেবদেবীর মূর্তির মতো কোনো বাহ্যবস্তু ধারণার বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

৭) **ধ্যান :** কোনো বিষয়ে বিরামহীন নিবিষ্ট চিন্তা করাকে যোগদর্শনে ধ্যান বলা হয়। ধ্যানস্থ অবস্থায় ধ্যানের বিষয়বস্তুর, অংশগুলি সম্পর্কে এবং সামগ্রিকভাবে বিষয়বস্তু সম্পর্কে সুস্পষ্ট পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করা যায়।

৮) **সমাধি :** যোগ সাধনার সর্বশেষ পর্যায় হল সমাধি, এটি এমন একটি অবস্থা, যখন মন বিষয়বস্তুতে এতই নিবিষ্ট চিত্ত হয় যে চিন্তার বিষয় ব্যক্তির চৈতন্যকে সম্পূর্নভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এই অবস্থায় ব্যক্তিসত্তা আত্মময় হয়ে উঠে। এই অবস্থায় আত্মাই ধ্যানের কর্তা এবং বিষয় হয়ে উঠে। চিত্তবৃত্তি পরিপূর্ণভাবে নিরোধের জন্য এই সমাধি একান্তভাবে প্রয়োজন।

যোগদর্শনে উল্লিখিত এই অষ্টাঙ্গ যোগের মধ্যে দ্বিবিধ সাধন রয়েছে, বহিঃরঙ্গ সাধন ও অন্তরঙ্গ সাধন, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার - এই পাঁচটি বহিঃরঙ্গ। যোগসূত্রকার এগুলিকে সাধনপাদে সন্নিবিষ্ট করেছেন। আর ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটি অন্তরঙ্গ, যা একত্রে সংযম নামে খ্যাত, সেগুলিকে বিভূতিপাদে উল্লেখ করেছেন।

Buddha philosophy & Ethics

বৌদ্ধধর্ম ছিল বহু ধর্মের মধ্যে একটি যা খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রতিবাদমূলক ধর্ম আন্দোলনের মাধ্যমে উদ্ভূত হয়েছিল। গৌতম বুদ্ধের চিন্তাভাবনা মানুষের শোককে ঘিরে। তাঁর নীতিগুলির প্রধান একটি হ'ল-

চতুরার্য সত্য :

বুদ্ধের চিন্তাভাবনা মানুষের শোকের চারদিকে ঘোরে। মানব জীবনের এই সবচেয়ে ব্যবহারিক এবং মৌলিক বিষয়টিতে তিনি যে সত্যটি আবিষ্কার করেছেন এবং প্রচার করেছেন তা সাধারণত 'চ্যাটারিয়া ট্রুথ' নামে পরিচিত। তারা হ'ল- (১) দুঃখ, (২) দুঃখের উৎপত্তি, (৩) দুঃখের প্রতিরোধ,

চঅষ্টাঙ্গিক মার্গ :

রাখা চিরন্তন সুখ যা দুঃখের কারণে অভিলাষকে বাধা দেয়। এই এক্সটেনশনটি চতুর্থ আরিয়াসিতা উপলব্ধির মাধ্যমে অর্জন করা হয়েছে, যা আস্তাবেট মার্গ হিসাবে পরিচিত। গৌতম বুদ্ধের অ্যাশট্রাভেশন মার্গ বা আটটি মার্গ হ'ল - (১) সমস্ত দৃষ্টিকোণ, (২) সমস্ত সংকল্প, (৩) সমস্ত প্রতিশ্রুতি, (৪) সমস্ত কর্ম, (৫) সমস্ত জীবন, (৬) সমস্ত প্রচেষ্টা, (৭) সমস্ত মানন, (৮) সমস্ত সমাধি। এটি তিনটি বিভাগে বিভক্ত। যথা (১) প্রথম দুটিকে উইজডম, পরবর্তী তিনটি শেল, (২) এবং শেষ তিনটি সমাধি বলা হয়। তাদের সংহত অনুশীলনগুলি লাভের জন্য একেবারে প্রয়োজনীয়।

• পতিচ্চসমুৎপাদ :

বুদ্ধ ঈশ্বরকে দুঃখের কারণ এবং উত্সকে সত্য বলে ব্যাখ্যা করেননি, তবে তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে তাঁর বিখ্যাত নির্ভরশীল উৎপত্তি তত্ত্বটি প্যাটিচ সামুটপাদ নামে পরিচিত। এই মতামত অনুসারে, বিশ্বের সমস্ত কিছুই সম্পর্কিত, আপেক্ষিক এবং কোনও কিছুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে অন্য তিনটি মতবাদ হ'ল- (1) চিরন্তনবাদ (অনিও), (2) অনাত্মবাদ (মুক্তি), (3) কর্ম (ক্রিয়া)। বৌদ্ধধর্মে, সবকিছু ক্রমাগত চলমান, সবকিছু বদলে যাচ্ছে এবং যোগব্যায়াম স্ব -বলার স্থায়ী কিছু নেই। কর্মবাদ বিশ্বের কার্যকারণ তত্ত্ব, যার মূল জিনিসটি ক্রিয়াটির ফলাফল।

ত্রিপিটক:

বুদ্ধের শিক্ষাগুলি পালি ভাষায় লিখিত তিনটি বড় বইতে সংরক্ষিত আছে, যা ত্রিপিটক নামে পরিচিত। 'ত্রিপিটক' শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'তিন ঝুড়ি'। এগুলি হল- (1) বিনয়পিটক- সন্ন্যাস জীবনের নীতিগুলি রয়েছে, (2) সুত্তপিটক- বুদ্ধের শিক্ষা রয়েছে, (3) অভিধর্ম পিটক- দার্শনিক বিষয়গুলি রয়েছে।

Kant’s Moral Theory (কান্ট এর নৈতিকতার তত্ত্বের মূল ব্যাখ্যা)

ইমানুয়েল কান্ট (1724-1804) কে সাধারণত সবচেয়ে গভীর এবং মৌলিক দার্শনিকদের মধ্যে একজন হিসাবে বিবেচনা করা হয় যারা বেঁচে ছিলেন। তিনি তার অধিবিদ্যার জন্য সমানভাবে সুপরিচিত—তার "ক্রিটিক অফ পিওর রিজন"-এর বিষয়—এবং তার "গ্রাউন্ডওয়ার্ক টু দ্য মেটাফিজিক্স অফ মোরালস" এবং "ক্রিটিক অফ প্র্যাকটিক্যাল রিজন"-এ বর্ণিত নৈতিক দর্শনের জন্য (যদিও "গ্রাউন্ডওয়ার্ক" দুজনের বোঝা অনেক সহজ)।

কান্টের নৈতিক দর্শন বোঝার জন্য, তিনি এবং তার সময়ের অন্যান্য চিন্তাবিদরা যে বিষয়গুলির সাথে মোকাবিলা করছেন তার সাথে পরিচিত হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীনতম নথিভুক্ত ইতিহাস থেকে, মানুষের নৈতিক বিশ্বাস এবং অনুশীলনগুলি ধর্মের ভিত্তিতে ছিল। ধর্মগ্রন্থ, যেমন বাইবেল এবং কুরআন, নৈতিক নিয়মগুলি তৈরি করেছে যা বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের কাছ থেকে হস্তান্তরিত বলে মনে করেছিল: হত্যা করবেন না। চুরি করো না। ব্যভিচার করো না, ইত্যাদি। সত্য যে এই নিয়মগুলি অনুমিতভাবে জ্ঞানের ঐশ্বরিক উত্স থেকে এসেছে তা তাদের তাদের কর্তৃত্ব দিয়েছে। তারা কেবল কারোর স্বেচ্ছাচারী মতামত ছিল না, তারা ছিল ঈশ্বরের মতামত, এবং যেমন, তারা মানবজাতিকে একটি বস্তুনিষ্ঠভাবে বৈধ আচরণবিধি প্রস্তাব করেছিল।

অধিকন্তু, প্রত্যেকেরই এই কোডগুলি মেনে চলার জন্য একটি উত্সাহ ছিল। আপনি যদি "প্রভুর পথে চলেন" তবে আপনি এই জীবনে বা পরের জীবনে পুরস্কৃত হবেন। আপনি যদি আদেশ লঙ্ঘন করেন তবে আপনাকে শাস্তি দেওয়া হবে। ফলস্বরূপ, এই ধরনের বিশ্বাসে লালিত যেকোন বিবেকবান ব্যক্তি তাদের ধর্ম শেখানো নৈতিক নিয়ম মেনে চলবেন।

এই নতুন চিন্তাধারা নৈতিক দার্শনিকদের জন্য একটি সমস্যা তৈরি করেছে: ধর্ম যদি নৈতিক বিশ্বাসকে তাদের বৈধতা দেয় এমন ভিত্তি না হয়, তাহলে অন্য কোন ভিত্তি থাকতে পারে? যদি কোন ঈশ্বর না থাকে - এবং সেইজন্য মহাজাগতিক ন্যায়বিচারের কোন গ্যারান্টি না থাকে যে ভাল ছেলেরা পুরস্কৃত হবে এবং খারাপ লোকদের শাস্তি দেওয়া হবে - কেন কেউ ভাল হওয়ার চেষ্টা করতে বিরক্ত করবে? স্কটিশ নৈতিক দার্শনিক অ্যালিসডেয়ার ম্যাকইনট্রি একে "আলোকিত করণ সমস্যা" বলেছেন। নৈতিক দার্শনিকদের যে সমাধানটি বের করতে হবে তা ছিল নৈতিকতা কী এবং কেন আমাদের নৈতিক হওয়ার চেষ্টা করা উচিত তার একটি ধর্মনিরপেক্ষ (অধর্মীয়) সংকল্প।

সামাজিক চুক্তি তত্ত্ব-আলোকিত করণ সমস্যার একটি উত্তর ইংরেজ দার্শনিক টমাস হবস (1588-1679) দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছিল যিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে নৈতিকতা মূলত এমন একটি নিয়মের সেট যা মানুষ একে অপরের সাথে বসবাস সম্ভব করার জন্য নিজেদের মধ্যে সম্মত হয়। যদি আমাদের এই নিয়মগুলি না থাকত - যার মধ্যে অনেকগুলি সরকার দ্বারা প্রয়োগকৃত আইনের রূপ নিয়েছে - জীবন সবার জন্য একেবারে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠত।উপযোগিতাবাদ-উপযোগবাদ, নৈতিকতাকে একটি অ-ধর্মীয় ভিত্তি দেওয়ার আরেকটি প্রয়াস, ডেভিড হিউম (1711-1776) এবং জেরেমি বেন্থাম (1748-1842) সহ চিন্তাবিদদের দ্বারা অগ্রণী হয়েছিল। উপযোগিতাবাদ মনে করে যে আনন্দ এবং সুখের অন্তর্নিহিত মূল্য রয়েছে। সেগুলিই আমরা সকলেই চাই এবং চূড়ান্ত লক্ষ্য যা আমাদের সমস্ত কর্মের লক্ষ্য। কিছু ভালো যদি তা সুখকে উৎসাহিত করে, আর তা খারাপ যদি তা দুঃখের জন্ম দেয়। আমাদের মৌলিক কর্তব্য হল এমন কিছু করার চেষ্টা করা যা সুখের পরিমাণ বাড়ায় এবং/অথবা পৃথিবীতে দুঃখের পরিমাণ কমিয়ে দেয়।

Kantian - এথিক্স-কান্টের উপযোগিতাবাদের জন্য সময় ছিল না। তিনি সুখের উপর জোর দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশ্বাস করতেন এই তত্ত্বটি নৈতিকতার প্রকৃত প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে ভুল বোঝে। তার দৃষ্টিতে, ভাল বা মন্দ, সঠিক বা ভুল কী তা আমাদের বোধের ভিত্তি, আমাদের সচেতনতা কি যে মানুষ স্বাধীন, যুক্তিবাদী এজেন্ট যাদের এই জাতীয় প্রাণীদের জন্য উপযুক্ত সম্মান দেওয়া উচিত - তবে এর অর্থ কী?

কান্টের দৃষ্টিতে, উপযোগবাদের মূল সমস্যা হল যে এটি তাদের পরিণতি দ্বারা ক্রিয়াকে বিচার করে। আপনার কাজ যদি মানুষকে খুশি করে তবে তা ভালো; যদি এটি বিপরীত করে তবে এটি খারাপ। কিন্তু এটা কি আসলে আমরা নৈতিক সাধারণ জ্ঞান বলতে পারি তার বিপরীত

Teleological ethics:-

Teleological নীতিশাস্ত্র, (টেলিওলজিকাল শব্দটি গ্রীক শব্দ “Telos” থেকে যার অর্থ হল শেষ বা “End"; আর

Logos, থেকে যার অর্থ হল "বিজ্ঞান বা Science "), নৈতিকতার তত্ত্ব যা অর্জনের শেষ হিসাবে ভাল বা কাঙ্ক্ষিত যা থেকে কর্তব্য বা নৈতিক বাধ্যবাধকতা অর্জন করে। পরিণতিবাদী নীতিশাস্ত্র হিসাবেও পরিচিত, এটি ডিওন্টোলজিকাল নীতিশাস্ত্রের বিরোধী (গ্রীক ডিওন থেকে, "কর্তব্য"), যা ধারণ করে যে একটি কর্মের নৈতিকভাবে সঠিক হওয়ার মৌলিক মানগুলি উৎপন্ন ভাল বা মন্দ থেকে স্বাধীন।

আধুনিক নীতিশাস্ত্র, বিশেষ করে ইমানুয়েল কান্টের 18 শতকের জার্মান ডিওন্টোলজিকাল দর্শনের (Deontological ethics) পর থেকে, টেলিলজিক্যাল এথিক্স (উপযোগিতাবাদ) এবং ডিওন্টোলজিকাল তত্ত্বের মধ্যে গভীরভাবে বিভক্ত হয়েছে।টেলিওলজিকাল তত্ত্বগুলি শেষের প্রকৃতির উপর ভিন্ন ভিন্ন যে কর্মগুলি প্রচার করা উচিত। ইউডাইমোনিস্ট তত্ত্বগুলি (গ্রীক ইউডাইমোনিয়া, "সুখ"), যা মনে করে যে নৈতিকতা কিছু ফাংশন বা ক্রিয়াকলাপের মধ্যে রয়েছে যা একজন মানুষ হিসাবে মানুষের জন্য উপযুক্ত, সমস্ত কর্মের শেষ হিসাবে এজেন্টের মধ্যে গুণ বা শ্রেষ্ঠত্বের চাষের উপর জোর দেয়। এগুলি হতে পারে ধ্রুপদী গুণাবলী-সাহস, সংযম, ন্যায়বিচার এবং প্রজ্ঞা-যা মানুষের গ্রীক আদর্শকে "যুক্তিবাদী প্রাণী" হিসাবে প্রচার করেছিল; বা ধর্মতাত্ত্বিক গুণাবলী-বিশ্বাস, আশা এবং প্রেম-যা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট সত্তা হিসাবে মানুষের খ্রিস্টীয় আদর্শকে আলাদা করে।

Utilitarianism -টাইপ তত্ত্বগুলি ধরে যে শেষটি ক্রিয়া দ্বারা উত্পাদিত একটি অভিজ্ঞতা বা অনুভূতিতে গঠিত। উদাহরণস্বরূপ, হেডোনিজম শেখায় যে এই অনুভূতিটি আনন্দ-হয় নিজের, যেমন অহংবোধে (১৭শ শতাব্দীর ইংরেজ দার্শনিক টমাস হবস), অথবা সবার, যেমন সর্বজনীন হেডোনিজম, বা উপযোগিতাবাদ (১৯ শতকের ইংরেজ দার্শনিক জেরেমি বি। জন স্টুয়ার্ট মিল, এবং হেনরি সিডগউইক), এর সূত্র সহ "সর্বশ্রেষ্ঠ সংখ্যার সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ [আনন্দ]"। অন্যান্য টেলিলজিকাল (Teleological) বা ইউটিলিটারি-টাইপ দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে দাবি করা হয় যে কর্মের সমাপ্তি হল বেঁচে থাকা এবং বৃদ্ধি, যেমন বিবর্তনীয় নীতিশাস্ত্রে (19 শতকের ইংরেজ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সার); ক্ষমতার অভিজ্ঞতা, যেমন স্বৈরতন্ত্রের (16 শতকের ইতালীয় রাজনৈতিক দার্শনিক নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি এবং 19 শতকের জার্মান ফ্রেডরিখ নিটশে); সন্তুষ্টি এবং সমন্বয়, যেমন বাস্তববাদে (20 শতকের আমেরিকান দার্শনিক রাল্ফ বার্টন পেরি এবং জন ডিউই); এবং স্বাধীনতা, অস্তিত্ববাদের মতো (20 শতকের ফরাসি দার্শনিক Jean Pal Satre)।

The ethical theory of John Stuart Mill (1806-1873)

জন স্টুয়ার্ট মিল (1806-1873) এর নৈতিক তত্ত্বটি তার ধ্রুপদী পাঠ্য উপযোগিতাবাদ (1861) এ সবচেয়ে ব্যাপকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর লক্ষ্য হল উপযোগবাদী নীতিকে নৈতিকতার ভিত্তি হিসাবে ন্যায়সঙ্গত করা। এই নীতিটি বলে যে কর্মগুলি অনুপাতে সঠিক কারণ তারা সামগ্রিক মানুষের সুখকে উন্নীত করে। সুতরাং, মিল কর্মের ফলাফলের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং অধিকার বা নৈতিক অনুভূতিতে নয়।এই নিবন্ধটি প্রাথমিকভাবে তার পাঠ্য উপযোগিতাবাদের কেন্দ্রীয় ধারণাগুলি পরীক্ষা করে, তবে নিবন্ধের শেষ দুটি বিভাগ ইচ্ছার স্বাধীনতা এবং শাস্তির ন্যায্যতা সম্পর্কে মিলের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি নিবেদিত, যা সিস্টেম অফ লজিক (1843) এবং স্যার উইলিয়ামের পরীক্ষায় পাওয়া যায়। হ্যামিল্টনের দর্শন (1865), যথাক্রমে।জেরেমি বেন্থামের ঘনিষ্ঠ বন্ধু তার বাবা জেমস মিল দ্বারা শিক্ষিত, জন স্টুয়ার্ট মিল তার জীবনের খুব প্রাথমিক পর্যায়ে উপযোগবাদী চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসেন। তার আত্মজীবনীতে তিনি দাবি করেছেন যে তিনি ষোল বছর বয়সে ইংরেজি ভাষায় "উপযোগবাদী" শব্দটি চালু করেছিলেন। মিল সারাজীবন উপযোগবাদী ছিলেন। 1830-এর দশকের শুরুতে তিনি বেন্থামের "মানব প্রকৃতির তত্ত্ব" বলে ক্রমশ সমালোচক হয়ে ওঠেন। "Bentham's Philosophy-এর উপর মন্তব্য" (1833) এবং "Bentham" (1838) দুটি প্রবন্ধ হল উপযোগবাদী চিন্তার বিকাশে তাঁর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ অবদান। মিল বেন্থামের দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যাখ্যান করে যে মানুষ নিরলসভাবে সংকীর্ণ স্বার্থের দ্বারা চালিত হয়। তিনি বিশ্বাস করতেন যে "পরিপূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা" এবং সহমানুষের প্রতি সহানুভূতি মানব প্রকৃতির অন্তর্গত। মিলের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির একটি কেন্দ্রীয় নীতি হল যে, শুধুমাত্র সমাজের নিয়ম নয়, মানুষ নিজেরাও উন্নতি করতে সক্ষম।

Unit: 03

Promoting moral values among students

ব্যক্তিগত ও সমাজের সামগ্রিক বিকাশের জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের প্রচার এক অপরিহার্য বিষয়। কেননা শিক্ষাই শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞানের সমাহার করে তাই শিক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাতে হবে। নৈতিক মূল্যবোধ হল নীতি বা আচরণের মান যা ব্যক্তিরা তাদের আচরণ এবং সিদ্ধান্তগুলিকে সঠিক ও ভুলের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য ব্যবহার করে। নিম্নে আমরা কিভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাতে পারবো তা আলোচনা করা হলো,

Key Strategies for promoting moral values among students:

1. **Incorporate Moral Education in the Curriculum (পাঠ্যক্রমে নৈতিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করুন):** নৈতিক মূল্যবোধের উপর গুরুত্ব দিতে গেলে পাঠ্যক্রমে নৈতিক শিক্ষা কে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সামাজিক দায়িত্ব, নৈতিক পছন্দ ও নৈতিক দ্বিধা প্রভৃতি বিষয়গুলির উপর যেন শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা আসে এরকম পাঠ্যক্রম রচনা করতে হবে।
2. **Foster a Positive School Culture (ইতিবাচক স্কুল সংস্কৃতি):** স্কুল পরিবেশ এমন তৈরি করতে হবে যেখানে ইতিবাচক বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয় যেমন সহকর্মীদের মধ্যে সুসম্পর্ক, বড়দের প্রতি সম্মান ছোটদের প্রতি সহানুভূতি ও ভালোবাসা থাকতে হবে।
3. **Implement Character Education Programs (চরিত্র গঠনকারী শিক্ষা):** শিক্ষা কার্যক্রমে সততা, দায়িত্বশীলতা ও সহানুভূতি মত গুণাবলীর বিষয়গুলি যেন জায়গা পাই তার ওপর বিশেষ নজর দিতে হবে এবং প্রয়োজনে এই গুণ গুলির গুরুত্ব বোঝাতে বিভিন্ন ধরনের গল্প, কেস স্টাডি ও বাস্তব জীবনের উদাহরণ ব্যবহার করতে হবে।
4. **Encourage Service Learning (সেবা শিক্ষাকে উৎসাহিত করা):** সামাজিক দায়বদ্ধতা বোধ জাগাতে শিক্ষার্থীদের সেবামূলক কার্যক্রমের মধ্যে নিযুক্ত করতে হবে। যার ফলে বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিক নীতিগুলির সাথে বোঝাপড়া ও সংযোগ স্থাপন হবে।
5. **Facilitate Moral Discussions (নৈতিক আলোচনা:(** শিক্ষার্থীদের নৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে একটি নিরাপদ ও খোলামালা জায়গা তৈরি করতে হবে। যেখানে নৈতিক বিকাশের জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে সম্মানজনক বিতর্ক বা কোন একটি সামাজিক বিষয় নিয়ে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গি দেখার জন্য আলোচনা সভার ব্যবস্থা করতে হবে।
6. **Involve Parents and Guardians (পিতামাতা এবং অভিভাবকদের অন্তর্ভুক্ত করা):** শিক্ষার্থীদের গৃহপরিবেশে নৈতিক মূল্যবোধকে শক্তিশালী করতে পিতামাতা এবং অভিভাবকদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। পিতা-মাতারা কিভাবে তাদের সন্তানের নৈতিক আচরণ বিকশ করতে পারবে তার জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মশালা ও সেমিনারের আয়োজন করতে হবে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের প্রচার করা হল একটি সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা যাতে শিক্ষক, পিতামাতা এবং সম্প্রদায় জড়িত থাকে। উক্ত কৌশলগুলি প্রয়োগ করে, আমরা নৈতিকভাবে দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের বিকাশে অবদান রাখতে পারি যারা সততা এবং সহানুভূতির সাথে আধুনিক বিশ্বের জটিলতাগুলির সম্মুখীন করবে।

Promoting professional ethics in education

পেশাগত নীতিশাস্ত্র একটি নির্দিষ্ট পেশা বা শিল্পের প্রেক্ষাপটে নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং আচরণের জন্য একটি কাঠামো প্রদান করে। শিক্ষায় পেশাগত নৈতিকতার প্রচার একটি ইতিবাচক এবং নৈতিক শিক্ষা পরিবেশ গড়ে তুলতে সাহায্য করে। যার ফলে শিক্ষার্থীদের লালন পালন ভালো হয় ও শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশে সাহায্য করে, যা শিক্ষাগত পেশার অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে আমরা কিভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পেশাগত নীতিশাস্ত্রর বিকাশ ঘটাতে পারবো তা আলোচনা করা হলো,

Key Strategies for promoting professional ethics in education:

1. **Code of Conduct and Professional Standards (আচরণবিধি এবং পেশাগত মানদণ্ড):** শিক্ষাবিদদের জন্য একটি একটি সুসংগঠিত ও ব্যাপক আচরণবিধি স্থাপন করা প্রয়োজন। যেখানে শিক্ষকদের নৈতিক আচরণ, দায়িত্ববোধ এবং মূল্যবোধের রূপরেখা তুলে ধরা হবে।
2. **Professional Development (পেশাদারী উন্নয়ন:(** শিক্ষকদের মধ্যে নৈতিক বিবেচনা, আইনের বাধ্যবাধকতা ও শিক্ষাদানের সর্বোত্তম অনুশীলন সম্পর্কে জ্ঞান বাড়াতে বিভিন্ন ধরনের পেশাগত শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। কর্মশালা ও সেমিনারের মধ্য দিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে নৈতিক দ্বিধা কিভাবে কিভাবে কাটাবে এবং কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য কি কি ব্যবস্থা নিতে হবে সে সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।
3. **Ethics Training for Educators (শিক্ষাবিদদের জন্য নৈতিকতা প্রশিক্ষণ:(** শিক্ষকদের মধ্যে নৈতিক বিকাশ যেন ঘটে এরকম কিছু কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এই কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণ গুলিতে স্বার্থের দ্বন্দ্ব এড়ানো এবং শ্রেণিকক্ষে বৈচিত্র্য কে সম্মান করার মতো বিষয়গুলি সেখানে হবে।
4. **Ethical Decision-Making Frameworks (নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাঠামো):** শিক্ষাবিদদের নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি কাঠামো প্রদান করতে হবে। কাঠামোটি শিক্ষকদের নৈতিক জটিলতা গুলির দ্বিধা দূর করতে গাইড করবেন এবং উৎসাহিত করবে ছাত্র, সহকর্মী ও বৃহত্তর সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের কি প্রভাব পড়বে তা জানতে ও বুঝতে।
5. **Institutional Policies (প্রাতিষ্ঠানিক নীতি:(** প্রাতিষ্ঠানিক নীতিগুলির বিকাশ ও প্রয়োগ করে নৈতিক বিবেচনাকে মোকাবিলা করতে হবে। যার মধ্যে শিক্ষার্থীদের চুরি করতে না দেওয়া, শিক্ষার্থীদের ন্যায্য মূল্যায়নের অনুশীলন এবং শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মিথস্ক্রিয়ার উপযুক্ত আচরণ কি হবে তা ঠিক করা।

শিক্ষায় পেশাদার নৈতিকতা প্রচার করা হল একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা যা শিক্ষাবিদ, প্রশাসক এবং বৃহত্তর সম্প্রদায়কে জড়িত করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির নৈতিকভাবে দায়িত্বশীল করতে, সুস্পষ্ট মান স্থাপন করতে, চলমান প্রশিক্ষণ প্রদান করতে ও নৈতিক প্রতিফলন কে উৎসাহিত করতে এবং স্বচ্ছতার সংস্কৃতির তৈরি করতে পেশাগত নৈতিকতার এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। ফলস্বরূপ একটি ইতিবাচক ও নৈতিক শিক্ষার পরিবেশ গড়ে ওঠে।

Unit: 04

Role of Teachers as moral agents

(I)

Concept of an Ideal Teacher according to Plato (প্লেটোর মতে আদর্শ শিক্ষকের ধারণা):-

সক্রেটিসের সর্বোত্তম ছাত্র প্লেটো তাঁর শিক্ষাদর্শন বাস্তবায়িত করার জন্য খ্রিস্টপূর্ব 387 অব্দে Academy নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিদ্যালয়ে বয়স্ক বিদ্যার্থীরাও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত। তাই এই শিক্ষালয়ের শিক্ষার সময় দীর্ঘ ছিল। একাডেমির সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র ছিলেন অ্যারিস্টটল। সুদীর্ঘ কুড়ি বছর অ্যারিস্টটল প্লেটোর একাডেমির উৎসাহী ছাত্র এবং নিষ্ঠাবান সহকর্মী ছিলেন। এই বিদ্যালয়ে বিদ্যার্থীদের সক্রিয়তার উপর অধিকতর জোর দেওয়া হত। বিদ্যার্থীরাই তাদের পাঠপরিকল্পনা রচনা করত, আর তাকে কার্যকরী করত। শিক্ষকের ভূমিকা ছিল সহায়কের। শিক্ষকের শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিল কখনও ব্যক্তিকেন্দ্রিক, কখনও দলকেন্দ্রিক। ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল আগ্রহের ভিত্তিতে বিদ্যার্থীকে চরম সত্য উপলব্ধিতে সহায়তা করা। আর দলগত আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল, আগ্রহ ও অনুসন্ধানের স্পৃহা সৃষ্টি করা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্লেটোর Academy-তে পাঠদানের সময় অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষামূলক প্রদীপন (Teaching aids) বা মূর্ত বস্তু (Concrete objects) ব্যবহার করা হত।

প্লেটো-র Academy-তে বিদ্যার্থীরা পরিপূর্ণভাবে জীবনযাপন করত। প্রসঙ্গত Power বলেন-"The Academy was a school, home, church and moral society all in one. It was a place for learning; it was also a place of living." প্লেটো-র বিদ্যালয়ে বিদ্যার্থীর সংখ্যা বেশি ছিল না, শিক্ষকের সংখ্যাও কম ছিল।

শিক্ষক-শিক্ষার্থীগণ সমবেতভাবে জীবনযাপন করত। তাই নির্দ্বিধায় একথা বলা যায় বিদ্যালয় সংক্রান্ত আধুনিক সমাজতান্ত্রিক ধারণার সর্বপ্রথম প্রবর্তন হয়েছিল প্লেটোর Academy-তে।প্লেটো বলেছেন, শিশুর শিক্ষা খুব অল্প বয়সে শুরু হবে না। যদিও তাঁর কালে, শিক্ষণপদ্ধতি যথেষ্ট নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল, তবু প্লেটো তাঁর পাঠদান পদ্ধতির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর স্বাধীনতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাই তিনি শিক্ষণপদ্ধতি হিসাবে তিনটি নীতিকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। যথা-গল্পচ্ছলে শিক্ষা, খেলাচ্ছলে শিক্ষা ও অনুকরণের মাধ্যমে শিক্ষা। শিশুকে শিক্ষা দিতে হবে গল্প বলার মাধ্যমে।

তিনি শিক্ষার পদ্ধতি হিসাবে খেলাকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছেন। তিনি তাঁর শিক্ষাপদ্ধতিতে অনুকরণের কৌশলের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এই অনুকরণের মাধ্যমে শিশুর নৈতিক ও সামাজিক শিক্ষা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংগঠিত হবে। তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষের নৈতিকজীবনের বিকাশের জন্য জীবনের প্রভাবই প্রয়োজন। অর্থাৎ, অনুকরণের জন্য তার সামনে আদর্শ জীবনের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে হবে। এক্ষেত্রে তিনি আদর্শ শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তার কথা পরোক্ষভাবে উপলব্ধি করেছেন। প্লেটো তাঁর শিক্ষাদর্শনকে বাস্তব রূপদানের জন্য খ্রিস্টপূর্ব 387 অব্দে এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। অনেক আধুনিক শিক্ষাবিদ এই 'একাডেমি'কে (Academy) প্রথম প্রগতিশীল শিক্ষালয় হিসাবে বর্ণনা করেছেন। সেখানে শিক্ষার্থীগণ অনেক বেশি বয়সে এসে ভর্তি হত। ওই শিক্ষালয়ের শিক্ষাকালও ছিল দীর্ঘস্থায়ী। উল্লিখিত

আছে, অ্যারিস্টটল ওই একাডেমিতে কুড়ি বছর পড়াশোনা করেছেন। সেখানে পরিণত বয়সের শিক্ষার্থীদের শিক্ষণের জন্য প্লেটো বিকল্প পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। সেই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তার উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হত। শিক্ষার্থীগণই তাদের ভবিষ্যৎ পাঠের পরিকল্পনা রচনা করত এবং তাকে কার্যকরী করত। শিক্ষক কেবলমাত্র সহায়কের ভূমিকা গ্রহণ করতেন সেই 'একাডেমি'তে। শিক্ষকের শিক্ষণকৌশল সেখানে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে দলকেন্দ্রিক ছিল। দলগত আলোচনার (Group discussion) উদ্দেশ্য ছিল, আগ্রহ ও অনুসন্ধানের স্পৃহা সৃষ্টি করা। অন্য দিকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল, প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার আগ্রহের ভিত্তিতে জীবনের চরম সত্য উপলব্ধিতে সহায়তা করা। প্লেটোর একাডেমির আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যে, সেখানে পাঠদানের সময় অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষামূলক প্রদীপন (Teaching aids) বা মূর্তবস্তু ব্যবহার করা হত।

Concept of an Ideal Teacher according to Paulo Freire (পাউলো ফ্রেয়ার মতে আদর্শ শিক্ষকের ধারণা):-

ব্যাংকিং শিক্ষা (Banking Education) বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাকে পাউলো ফ্রেয়ার ব্যাংকিং শিক্ষা (Banking education) নামে অভিহিত করেন। তাঁর মতে, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের শূন্য পাত্ররূপে গণ্য করা হয়। আর সেই পাত্রে শিক্ষক জ্ঞান বর্ষণ করেন (Banking Education considers the pupils to be the empty containers into which the teacher will pour knowledge) ফ্রেয়ার বলেন, বর্তমান ব্যবস্থায় শিক্ষা হল গচ্ছিত করার প্রক্রিয়া, বিদ্যার্থী গচ্ছিত রাখার আধার। আর শিক্ষক হলেন গচ্ছিতকারী। জ্ঞানদান করার পরিবর্তে শিক্ষক শুধু সরকারি- ঘোষণা বা বক্তব্য সরবরাহ করেন ও বিদ্যার্থীর কাছে গচ্ছিত রাখেন। বিদ্যার্থীর দল ধৈর্য ও সহকারে শিক্ষকের বক্তব্য গ্রহণ করে, মুখস্থ করে ও পুনরাবৃত্তি করে। এটিই হচ্ছে শিক্ষার প্রতি Banking ধারণা।
ভুলপথে পরিচালিত এই শিক্ষাপদ্ধতিতে মানুষের সৃজনশক্তি, জ্ঞান ও রূপান্তরের বেশ কোনো স্থান নেই। এই অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত শিক্ষার ফলে ব্যক্তি প্রকৃত মানবিক হয়ে উঠতে পারে না।
আবিষ্কার ও পুনরাবিষ্কারের মাধ্যমে জ্ঞানের উদ্ভব হয়। শিক্ষার ব্যাংক ধারণাতে জ্ঞান রিথী হল একটি উপহার। যাঁরা নিজেদের জ্ঞানী বলে মনে করেন, তাঁরা এই উপহার বিদ্যার্থীদের এই দিয়ে থাকেন। বিদ্যার্থীদের অজ্ঞানী বলে মনে করা হয়। অপরকে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ ছাপ দেওয়া হল শোষণ তত্ত্বের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। শিক্ষার ব্যাংকিং ধারণাতে শিক্ষা ও জ্ঞানকে অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া বলে মানা হয় না।
ব্যাংক শিক্ষায় বিদ্যার্থীদের সৃজনীক্ষমতা হ্রাস পায়। এর ফলে বিদ্যার্থীদের সহজেই শোষক শ্রেণির স্বার্থে উত্তেজিত করে তোলা হয়। বিদ্যার্থীদের দল তাদের উপর ন্যস্ত ও গচ্ছিত সংগ্রহ সংরক্ষণে যত ব্যস্ত থাকবে, তত তাদের বিশ্লেষণী ক্ষমতা কমবে। ফলে জগৎ উত্তরণের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হবে। জ্ঞানার্জনের জন্য শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনোর- পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া ব্যাংকিং ব্যবস্থা স্বীকার করে না।
ব্যাংকিং শিক্ষাপদ্ধতিতে নিষ্ক্রিয় বিদ্যার্থী পূর্ব-নির্দিষ্ট রেডিমেড জ্ঞান গচ্ছিত রাখে (Passive learners receive deposits of pre-selected, ready-made knowledge), বিদ্যার্থীর মনকে একটি শূন্য ভল্ট (Empty vault) হিসেবে দেখা হয়, যার ছিন্নত মধ্যে ধনীদের অনুমোদিত জ্ঞান জমা রাখা হয়। এই পদ্ধতিকে digestive and কার narrational education-ও বলা হয়। অর্থাৎ ব্যাংকিং শিক্ষাপদ্ধতিকে হজমিকারক এবং টির জন বর্ণনামূলক শিক্ষাও বলা হয়ে থাকে।

Concept of an Ideal Teacher according to Confucious (কনফুসিয়াস এর মতে আদর্শ শিক্ষকের ধারণা):-

কনফুসিয়াস বিশ্বাস করেন যে উপভোগ করা এবং শেখার এবং শেখানোর অত্যধিক আবেগ জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। কনফুসিয়াস বলেছেন, ‘‘To learn and to mature through what we have learned, is this not a pleasure? (The Analects 1:1)’’ তিনি আরও বলেছেন --- ‘‘To quietly review what we have learned, to continue studying without respite, to teach others without growing weary, is this not me? (The Analects 7:2)’’ এই ব্যাখ্যা থেকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা যায়। প্রথমত, কনফুসিয়ান প্রেক্ষাপটে শেখা, একজনের ভালো প্রকৃতি উপলব্ধি করার জন্য প্রাসঙ্গিক। দ্বিতীয়ত, আমাদের এমন মডেল দরকার যারা আমাদের ভালো প্রকৃতি উপলব্ধি করার জন্য আমাদেরকে গাইড করতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, শিক্ষকদের ভূমিকা হল মডেল হওয়া বা এমন মডেলদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া যাদের তাদের ছাত্ররা অনুকরণ করতে পারে বা যারা পরবর্তীদের তাদের ভাল স্বভাবগুলি খুঁজে পেতে বা উপলব্ধি করতে সহায়তা করতে পারে। অন্য কথায়, আমরা শিক্ষা এবং অধ্যয়ন উভয় দ্বারা নিজেদেরকে উন্নত করি। অনেক ক্ষেত্রে আমরা এটি সম্পর্কে যা অধ্যয়ন করেছি তা অন্যদের ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে আমরা আরও স্পষ্টভাবে কিছু বুঝতে পারি ।এটা যেহেতু অনেক ক্ষেত্রে, একটি ব্যাখ্যা একটি অনুমান করে ধারণার যৌক্তিকতা বোঝা। আমরা অন্যদের শেখানোর সময় আমাদের সীমাবদ্ধতা বা আমাদের মনোভাব বা চরিত্রের কিছু ত্রুটি উপলব্ধি করতে পারি। শিক্ষকরা শুধু অন্যদের বাড়াতে সাহায্য করে না বরং নিজেদের উন্নতিতেও সাহায্য করে অন্যদের শেখানোর মাধ্যমে।অন্যদের ধারণা ব্যাখ্যা করার সময়, একজন যৌক্তিকভাবে চিন্তা করে,তার ধারণাগুলি সংগঠিত করে এবং এইগুলি আরও বোঝে
পরিষ্কারভাবে।

শিক্ষাদান বা শিক্ষন একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা ব্যাক্তির স্ব চরিত্রের বিকাশে সহায়তা করে। . কনফুসিয়াস বলেছেন, ‘‘One who loves the good is better than one who knows it, and one who enjoys it is better than one who loves it’’ এখানে শিক্ষকদের ভূমিকা বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রথমত, তাদের ছাত্রদের আদর্শ ব্যক্তি হয়ে উঠতে সাহায্য করার জন্য, শিক্ষকদের উচিত অন্যদের সাথে তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভালো আচরণ অনুশীলনে তাদের গাইড করা। দ্বিতীয়ত, শিক্ষকদের উচিত তাদের ছাত্রদের নিয়ে যাওয়া অন্যদের প্রতি সহানুভূতিশীল। তৃতীয়ত, শিক্ষকদের উচিত তাদের ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং পরবর্তীতে প্রচার করে যাতে নিজেদের (শিক্ষকদের) প্রচার করতে পারে।

শিক্ষকরা হলেন সাহায্যকারী যারা তাদের প্রত্যেক ছাত্রের স্বতন্ত্র চরিত্র খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন এবং তাকে সোনালী অর্থ অর্জনের জন্য গাইড করেন, যা চরিত্রের খুঁটিগুলিকে সামঞ্জস্য করে - বাড়াবাড়ি এবং ত্রুটিগুলি - এবং এইভাবে একজন শিক্ষার্থীকে বড় হয়ে উঠতে সক্ষম করে। চরিত্রের একজন মানুষ।

Concept of an Ideal Teacher according to Martin Buber (মার্টিন বুবের এর মতে আদর্শ শিক্ষকের ধারণা):-

মার্টিন বুবের পর্যবেক্ষণ করেন যে একটি সম্পর্কের মধ্যে মানুষের প্রামাণিক অস্তিত্ব উপলব্ধি করা হয়। একজন মানুষ খাঁটি হয়ে ওঠে যখন সে ক্রমাগত সম্পর্ক করার চেষ্টা করে মানুষ সরাসরি। একটি সরাসরি সাক্ষাৎ সম্পর্ক গড়ে তুলবে, কোন হস্তক্ষেপ ছাড়াই। যখন একটি পরোক্ষ সাক্ষাৎ একটি শর্তসাপেক্ষ চুক্তির মতো যেখানে একটি মুনাফা অর্জনের জন্য একজন মানুষেরঅন্যজন সাথে সম্পর্কযুক্ত।

মার্টিন বুবের এর মতে সত্য যে আমরা একে অপরের সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ করি, উপযুক্ত কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া, পূর্ণাঙ্গ আমরা শেয়ার করি , কিন্তু শেয়ার না করলে দুজনের মধ্যে কোন বাস্তবতা থাকতে পারে না । অন্য কথায়, আমরা আমাদের আবিষ্কার বা পুনরুদ্ধার করতে পারি বাস্তবতা বা খাঁটি সত্তাকে যখন আমরা অবিলম্বে ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে অন্যদের সাথে সম্পর্কের তৈরি করি।

বুবেরের এই সম্পর্কীয় তত্ব অনুসারে, প্রত্যক্ষ সম্পর্কের বিল্ডিং এবং ক্রমাগত এগুলো পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টাই শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত যতদিন শিক্ষক এবং ছাত্ররা বাস করতে চায় বাস্তবতার সাথে।

বর্তমান শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকদের একটি বিষয় পড়াতে হবে; তারা সবসময় ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি ছাত্রের সাথে যোগাযোগ করতে পারে না। কিন্তু একবার একজন শিক্ষক এবং একজন ছাত্র বিশ্বাস করেন যে তারা একে অপরকে আন্তরিকভাবে যত্ন করেন ।

- শিক্ষক এবং তাদের ছাত্রদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া বা শিক্ষার্থীদের এবং পরিবেশের মধ্যে লক্ষ্য করা হয় তাদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলা। একসাথে পাহাড়ে আরোহণ করার সময় এবং একসাথে কঠিন জাহাজের অভিজ্ঞতার সময়, এটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ একটি সম্পর্ক তৈরি করা নিজেই জীবনের লক্ষ্য।
- শিক্ষকরা তাদের শিক্ষার্থীদের কাছে বিশ্বকে উপস্থাপন করেন এবংতাদের সাথে তাদের নিজস্ব অন্তর্দৃষ্টি ভাগ করেন। জ্ঞান কিন্তু একটি স্বেচ্ছাসেবী অভিব্যক্তি ছাত্রদের প্রতি দায়বদ্ধতার পাশাপাশি প্রকৃত নম্রতার প্রদর্শন করে । পরিবেশ হল প্রকৃত শিক্ষাদানকারী, শিক্ষকরা হল পথপ্রদর্শক যারা আন্তরিকভাবে তাদের শিক্ষার্থীদের পরিবেশের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করে।
- শিক্ষকরা এর অনন্য সম্ভাবনা আবিষ্কার করেন তাদের প্রত্যেক ছাত্রের সম্পূর্ণরূপে বিকাশে সাহায্য করে তাদের ছাত্রদের মূল্যবান সুযোগ দিতে হবে পরিবেশের সাথে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে ।

(ii)

Concept of an Ideal Teacher according to Sri Aurobindo (শ্রীঅরবিন্দের মতে আদর্শ শিক্ষকের ধারণা):-

শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষাদর্শনে শিক্ষকের ভূমিকা হল পরামর্শদাতার। শিক্ষকের দায়িত্ব প্রসঙ্গে তিনি বলেন- "He does not call forth the knowledge that is within. He only shows him where it lies and how it can be habituated to rise to the surface."

শ্রীঅরবিন্দের মতে-অখণ্ড সত্তাবিশিষ্ট বিদ্যার্থীর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাসমূহের বিকাশ সাধনের জন্য শিক্ষককেও হতে হবে যোগ শক্তিসম্পন্ন। যোগী না হলে কোনো শিক্ষকই বিদ্যার্থীর সার্বিক বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হবেন না। এমনকি বিদ্যার্থীকে সর্বশক্তিমান বিশ্বআত্মা সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে পারবে না। শ্রীঅরবিন্দ নিজে একজন যোগী ছিলেন বলেই তিনি যোগলব্ধ দার্শনিক চিন্তাভিত্তিক উপলব্ধির অধিকারী হন। তিনি ছিলেন দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ। তাই তাঁর শিক্ষাচিন্তায় দর্শনের প্রতিফলন ঘটেছে। সেজন্য শ্রীঅরবিন্দ দার্শনিক শিক্ষাবিদ নামে অভিহিত।

শ্রীঅরবিন্দের মতে, শিক্ষক হবেন শিক্ষার্থীদের বন্ধু, সহায়ক। শিক্ষককে মনে রাখতে হবে-তাঁর প্রধান কাজ শেখানো নয়, জাগানো। অর্থাৎ শিক্ষার্থীকে স্বাধীনভাবে তার ব্যক্তিসত্তাকে প্রগতির পথে নিয়ে যেতে সাহায্য করা। প্রথম স্তরে শিক্ষকের প্রধান কাজ হবে শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি তার সামনে মেলে ধরা, তার অসুবিধা ও বাধাগুলি দূর করতে সাহায্য করা এবং নতুন শিক্ষাপ্রণালীর সঙ্গে পরিচিত ও যুক্ত করা। দ্বিতীয় স্তরে শিক্ষক শিক্ষার্থীর কাজের সংগঠনে সাহায্য করবেন এবং তাদের দায়িত্ব বিষয়ে সচেতন করে তুলবেন। যখন শিক্ষার্থী প্রয়োজনবোধ করবে তখন তিনি তাদের সামনে এগিয়ে আসবেন। তৃতীয় স্তরে শিক্ষকের কাজ শিক্ষার্থীর অন্তরের নির্দেশকে পেতে সাহায্য করা।

Concept of an Ideal Teacher according to Swami Vivekananda (বিবেকানন্দ এর মতে আদর্শ শিক্ষকের ধারণা):-

বিবেকানন্দ শিক্ষার পরিবেশ হিসাবে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার পরিবেশকে গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, গুরুগৃহে বাস করে গুরুর আদর্শ জীবন দ্বারা শিক্ষার্থীরা প্রভাবিত হবে। "My idea of education is Gurugriha-vasa; without the personal life of the teacher, there would be no education।" এই কারণে তিনি শিক্ষকদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। আগুন যেমন সবকিছুকে গ্লানিমুক্ত করে, তেমনি শিক্ষকদের ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্রের প্রভাব শিশুর সবকিছু সংকীর্ণতাকে দূর করবে। তিনি বলেছেন- "One should live from his
boyhood with one whose character is a blazing fire and should have before him a living example of highest teaching."
বিবেকানন্দ শিক্ষায় শিক্ষকের গুরুত্বকে অস্বীকার করেননি। তাঁর মতে, গুরুর সাক্ষাৎ সংস্পর্শ ছাড়া কোনোরূপ শিক্ষা হতে পারে না। তিনি প্রাচীন গুরুকুল ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবনের কথা বলেছেন। মানুষের মন হল যাবতীয় জ্ঞানের মূল উৎস। শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত জ্ঞান প্রকাশের জন্য কেবল অনুভাবনের প্রয়োজন। শিক্ষকের কাজ হবে ইতিবাচক অনুভাবন দ্বারা শিক্ষার্থীর জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার উন্মোচন করা। এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সামনে মূর্ত দৃষ্টান্ত- স্থাপনের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীর ওপর কোনো বিষয় জোর করে চাপিয়ে দেবেন না।
শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর আদর্শ সম্পর্ক যাতে বজায় থাকে তার জন্য যেসব দিকের ওপর গুরুত্ব দিতে বলেছেন-
(i) শিক্ষার্থীর সুঅভ্যাস গঠন। (ii) চরিত্র গঠনের জন্য ইচ্ছাশক্তির অনুশীলন। (iii) অপরকে শ্রদ্ধা। (iv) নিজের প্রতি বিশ্বাস। (v) আবাসিক/আশ্রমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর ওপর শিক্ষকের সুস্থ প্রভাব। (vi) শিক্ষার্থীদের যৌথ জীবনচর্চা। (vii) সমাজসেবা।
এছাড়া, বিবেকানন্দ নারীশিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ তিনি মনে করতেন মাতৃজাতির উন্নতি করতে পারলে সমগ্র ভারতবাসীর উন্নতি করা সম্ভব হবে।

Concept of an Ideal Teacher according to Rabindranath Tagore (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে আদর্শ শিক্ষকের ধারণা):-

শিক্ষণ পদ্ধতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব চিন্তাভাবনা ছিল। তাঁর মতে, শিক্ষা প্রণালী কর্তৃত্বপরায়ণ বা Authoritarian, শাসনতান্ত্রিক ও শৃঙ্খলাসর্বস্ব হবে না-মুক্তমনের বিকাশের উপযুক্ত শিক্ষা প্রণালী হবে। বিষয় যেমন তথ্যসর্বস্ব হবে না, শিক্ষা প্রণালীও স্মৃতিনির্ভর হবে না। তিনি শিক্ষাপদ্ধতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন-শিক্ষকের দ্বারাই শিক্ষা সম্পন্ন হয়, প্রণালীর দ্বারা হয় না। তাই তিনি পদ্ধতি অপেক্ষা শিক্ষক তথা মানুষের ওপর বেশি জোর দেন। রবীন্দ্রনাথের মতে যাঁর মধ্যে সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও কল্পনাশক্তি নেই, যিনি মিলতে ও মেলাতে পারেন না, যাঁর মধ্যে আনন্দের উৎস নেই, সৃজনশীলতার উৎসাহ নেই, মুক্তির সজীবতা নেই তিনি গুরু হবার উপযুক্ত নন। গুরু হবেন মুক্ত মনের সাধক, শিক্ষককে নতুন নতুন উদ্ভাবনের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। শিক্ষাপদ্ধতি এমন হবে যাতে শিক্ষার্থীরা নিজেকে প্রকাশ করার, সৃষ্টি করার ও আবিষ্কারের আনন্দ লাভ করতে পারে। তিনি বিশেষ কোনো একটি পদ্ধতির কথা বলেননি। তাঁর মতে, শিক্ষক যদি উৎসাহী ও গুণসম্পন্ন হন তবে প্রয়োজনমতো তিনি নিত্যনতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করে শিক্ষা দিতে পারেন। রবীন্দ্র কল্পিত শিক্ষাপদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ দিক হল-স্বাধীনতা, সৃজনশীলতা, সক্রিয়তা ও মুক্ত প্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ।

Concept of an Ideal Teacher according to S. Radhakrishnan (রাধাকৃষ্ণণ এর মতে আদর্শ শিক্ষকের ধারণা):-

রাধাকৃষ্ণণ এর মতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মান খুব উচ্চ তাঁরা নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তির বিচারে উচ্চমানের হবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবক-যুবতিদের যৌবনসুলভ তেজবীর্য, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আনন্দের অধিকারী করে গড়ে তোলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আসল কাজ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাই দেশ ও জাতির নেতৃত্বদানের জন্য যোগ্য ব্যক্তি তৈরি করবেন। নিজেরাও হয়ে উঠবেন দেশ ও আদর্শের প্রতীক।

প্রসঙ্গত রাধাকৃষ্ণণ বলেন, পাণ্ডিত্যের মাপকাঠিতে অনেক শিক্ষকই হয়তো অতি উচ্চমানের হতে পারেন, কিন্তু তাঁরা যদি অতিমাত্রায় আত্মসচেতন ও আত্মস্বার্থের অধিকারী হন, তবে তাঁরা কখনোই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযুক্ত শিক্ষক হিসাবে গণ্য হবেন না।

আত্মসর্বস্ব এই জ্ঞানী ব্যক্তিরা বিদ্যার্থীদের জন্য নিজেদের জ্ঞানভাণ্ডার উজাড় করে দিতে পারেন না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হবেন আচার্য- উদার ও সহানুভূতিশীল হৃদয় দিয়ে তিনি শিক্ষার্থীকে জ্ঞান, চিন্তা ও কর্মের অঙ্গনে আহ্বান করবেন। প্রসঙ্গত রাধাকৃষ্ণণ পরামর্শ হল-শিক্ষকদের জীবন-জীবিকার সকল সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে, যেন তাঁরা শিক্ষার কাজে আত্মোৎসর্গ করতে পারেন। শিক্ষকদের গুরুদায়িত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।

শিক্ষক প্রসঙ্গে তিনি বলেন-"We teachers,who are seekers, learners propagators of truth, form of intellectual conscience of our commu- and nity. We must have a clear conception of the goal we have in view."

সবশেষে, রাধাকৃষ্ণণ শিক্ষাচিন্তার দলিল হিসাবে স্বাধীন ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন রিপোর্টটি (1948-49)-বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। আসলে প্রতিবেদনটি তাঁর শিক্ষাচিন্তা ও সাধনার অবদান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণণ কমিশনে বলা হয়েছে- নেতৃত্বদানের জন্য যোগ্য ব্যক্তি তৈরি হবে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। জাতীয় ও সংস্কৃতি শিক্ষা, গবেষণার সম্প্রসারণ ও বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার মানোন্নয়নের উপর কমিশন জোর দিয়েছে।

রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের মতে-Education is both a training of minds, training souls, it should give both knowledge and wisdom. অর্থাৎ শিক্ষা মন ও আত্মা উভয়কেই প্রশিক্ষণ দেবে। উচ্চশিক্ষার মধ্যদিয়েই জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উন্মেষ ঘটবে।

হতে পারে। রাধাকৃষ্ণণ মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব হল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উপযোগী শিক্ষা দেওয়া। গণতন্ত্রের মূল কথাই হল-স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, ন্যায়বিচার ইত্যাদি। বিশ্ববিদ্যালয় হবে স্বাধীন ও স্বশাসিত। সকলের শিক্ষার সমান অধিকার থাকবে।। সৌভ্রাতৃত্ববোধ শিক্ষার মধ্য দিয়ে বিদ্যার্থীদের অন্য রাষ্ট্রের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘটায়। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় ন্যায়বিচার শিক্ষা দেয়। এই শিক্ষার লক্ষ্য হল-দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, , নিরক্ষরতা দূরীকরণের মধ্য দিয়ে যোগ্য মানুষ তৈরি করা।

রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের নির্ধারিত এই শিক্ষার লক্ষ্যগুলি আমাদের দেশের জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্যরূপে বিস্তৃতি লাভ করেছে। এই দলিলের বক্তব্যবিষয় স্বাধীন ভারতের উচ্চশিক্ষাকে সামগ্রিকভাবে প্রভাবিত করেছে। তিনিই বারো বছরের বিদ্যালয় শিক্ষার সঙ্গে তিন বছরের কলেজীয় শিক্ষার প্রস্তাব করেন। রাধাকৃয়ণ উচ্চশিক্ষার প্রতিটি পর্যায়ের বিশ্লেষণ, আলোচনা ও যথাযথ সুপারিশের মাধ্যমে স্বাধীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থাকে গড়ে তোলার পথ প্রশস্ত করেন।

গ্রামীণ মানুষ যাতে গ্রামে থেকে নিম্নস্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষা পেতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে রাধাকৃষ্ণণ কমিশন গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা রচনা করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উদ্দেশ্য হবে-পল্লির অগণিত অধিবাসীর প্রয়োজন মেটানো ও পল্লিতে প্রাণসঞ্চার। ভারতের সমাজ, সংস্কৃতি, জীবনে গ্রামের গুরুত্ব অনুভব করে শিক্ষাব্যবস্থাকে রাধাকৃষ্ণণ গ্রাম্যজীবনের

অর্থনৈতিক সঙ্গে সমন্বয়সাধনের কথা বলেছেন।

Concept of an Ideal Teacher according to Jiddu Krishnamurti (জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির মতে আদর্শ শিক্ষকের ধারণা):-

জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির মতে, শিক্ষক বই-এর মাধ্যমে, আলোচনার মাধ্যমে, বক্তৃতার মাধ্যমে, প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিদ্যার্থীর বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশে সহায়তা করবেন। তার মতে, জীবনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে জীবনের অর্থ উপলব্ধির মাধ্যমে নিজেকে জানাই হল প্রকৃত শিক্ষা। কৃষ্ণমূর্তি বলেন, শিক্ষক একাজে বিদ্যার্থীকে সহায়তা করবেন। তাঁর মতে শিক্ষক হবেন সমন্বয়িত ব্যক্তিত্ব। তাঁকে হতে হবে যত্নবান, চিন্তাশীল ও শিশুদরদি। এ ছাড়াও শিক্ষক মুক্তমনা ও ধৈর্যশীল হবেন।

- যথার্থ শিক্ষক অবশ্যই হবেন পবিত্র, সৎ এবং ধর্মনিষ্ঠ।
- তিনি শিক্ষার্থীকে সঠিকভাবে বোঝার চেষ্টা করবেন। কৃষ্ণমূর্তির বলেন-The right kind of education consists in understanding the child as he is without imposing upon him an ideal of what we think he should be.

- শিশুকে সঠিকভাবে বোঝার জন্য তাকে যথার্থভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। খেলার সময় শিশুকে লক্ষ রাখতে হবে, বিভিন্ন সময়ে তার মনোভাব পর্যবেক্ষণ করতে হবে। তবে বড়োদের (Adult) ইচ্ছা, অনিচ্ছা, হতাশা, ভয় অনুযায়ী শিশুকে পর্যবেক্ষণ করা ঠিক নয়।

- শিক্ষকের নিজের সঙ্গে সংহতি রক্ষা-শিক্ষক বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিশেষত সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে কীভাবে নিজের সঙ্গে সংহতি বিধান করে চলেন- সেটিও বিবেচ্য হওয়া উচিত।

- শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা, সাধুতা এবং বিশুদ্ধতা, বুদ্ধিমত্তা ওই জীবন-অভিজ্ঞতার বিকাশে শিক্ষক হবেন পথপ্রদর্শক ও পথনির্দেশক। কৃষ্ণমূর্তি মনে করেন, শিক্ষক ও অভিভাবকের যৌথ দায়িত্বে শিক্ষাদানকার্য সম্পন্ন হবে।

- প্রকৃত শিক্ষক (True teacher) প্রসঙ্গে কৃষ্ণমূর্তির বলেন-"An educator is not merely a giver of information; he is one who points the way to wisdom, to truth. The truth is far more important than the teacher. The search for truth is religion-not to be found in any temple, church or mosque." অর্থাৎ শিক্ষাদাতা কেবলমাত্র তথ্য বিতরণকারী নন, তিনি প্রজ্ঞা ও সত্যের পথ প্রদর্শনকারী। শিক্ষক অপেক্ষা সত্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সত্য ধর্মের অনুসন্ধানে রত-তা কোনো মন্দির, গির্জা বা মসজিদে পাওয়া যাবে না।

সর্বোপরি কৃষ্ণমূর্তির শিক্ষাদাতার গুণ প্রসঙ্গে বলেন, শিক্ষাদাতার পরম গুণ ধার্মিকতা (Religiosity)। কারণ তাঁর সমগ্র জীবন ব্যক্তির স্বাধীন ও সমন্বিত বিকাশে সহায়তার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। যথার্থ শিক্ষাদাতা অবশ্যই সত্যনিষ্ঠ ও ধর্মনিষ্ঠ হবেন। তবে তিনি কোনো সংগঠিত ধর্মসম্প্রদায়ের সদস্য হবেন না-ধর্মীয় গোঁড়ামি ও অনুষ্ঠানসর্বস্বতা থেকে মুক্ত হবেন। শিক্ষাদাতার ধর্মনিষ্ঠা থেকেই নিঃসৃত হবে সঠিক কর্ম। ব্যক্তিসত্তা থেকেই কর্মের উৎপত্তি হয়। কর্ম থেকে ব্যক্তিসত্তার উৎপত্তি হয়নি। প্রচলিত ধারণার বিপরীতে কৃষ্ণমূর্তি এই অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি লিখেছেন, doing derived from being rather than 'being' deriving from 'doing'-the reverse of convention.

Unit: 05

Role of family for inculcating moral values

নৈতিক মূল্যবোধ হল নীতি ও আচরণের মাপকাঠি যা সমাজের মানদণ্ড আছে তার ওপর বিবেচিত হয়।নৈতিক মূল্যবোধ ব্যক্তিদের পছন্দ এবং কর্মকে প্রভাবিত করে, কোনটি নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য এবং কোনটি নয় তার মধ্যে পার্থক্য করতে সাহায্য করে।

পরিবার মানুষের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ ও বিকাশের প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এটি পারিবারিক পরিবেশের মধ্য ব্যক্তি প্রথমে নীতি নৈতিকতা এবং সঠিক আচরণ তৈরি করে তারপরে এটি মূল্যবোধে প্রকাশ পায়। নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি একজন ব্যক্তির চরিত্র, সততা এবং দায়িত্ববোধের ভিত্তি তৈরি করে।

Key aspects for role of family for inculcating moral values:

1. **Modeling Behavior (মডেলিং আচরণ):** পিতামাতা এবং বয়স্ক পরিবারের সদস্যরা শিশুদের জন্য প্রথম এবং সবচেয়ে প্রভাবশালী রোল মডেল হিসাবে কাজ করে। শিশুরা তাদের আশেপাশের লোকদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করে এবং অনুকরণ করে, তাদের পরিবারের সদস্যদের কর্ম এবং পছন্দের মাধ্যমে নৈতিক মূল্যবোধকে অভ্যন্তরীণ করে।

2. **Early Socialization (সামাজিকীকরণ):** পরিবার হল প্রাথমিক সামাজিক পরিবেশ যেখানে শিশুরা সামাজিক নিয়ম ও মূল্যবোধ শিখে। প্রতিদিনের মিথস্ক্রিয়া এবং ভাগ করা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, শিশুরা নৈতিক নীতিগুলিকে শোষণ করে যা নৈতিক আচরণের ভিত্তি তৈরি করে।

3. **Cultural and Religious Influences (সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় প্রভাব):** পরিবারগুলি প্রায়ই সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় শিক্ষার প্রেক্ষাপটে নৈতিক মূল্যবোধকে প্রেরণ করে। এই মান ব্যবস্থাগুলি নৈতিক জীবনযাপনের জন্য একটি বিস্তৃত কাঠামো অফার করে, যা সততা, সহানুভূতি এবং অন্যদের প্রতি শ্রদ্ধার মতো বিষয়গুলির উপর নির্দেশনা প্রদান করে।

4. **Fostering Empathy of Child (সন্তানের সহানুভূতি বৃদ্ধি):** পরিবারগুলি সহানুভূতি এবং সহানুভূতির বিকাশের জন্য একটি লালনশীল পরিবেশ প্রদান করে। একে অপরের যত্ন নেওয়া এবং উদারতা অনুশীলন করার মাধ্যমে, পরিবারের সদস্যরা একে অপরকে আবেগগতভাবে বোঝার এবং সমর্থন করার গুরুত্ব শিখে।

5. **Creating a Safe Moral Space (নিরাপদ নৈতিক স্থান তৈরি করা):** পরিবার একটি নিরাপদ স্থান হিসাবে কাজ করে যেখানে ব্যক্তিরা বিচারের ভয় ছাড়াই তাদের চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে। এটি উন্মুক্ত যোগাযোগকে উৎসাহিত করে এবং পরিবারের সদস্যদের তাদের নৈতিক বিকাশে অবদান রেখে নৈতিক বিষয়ে নির্দেশনা পেতে দেয়।

6. **Shared Rituals and Traditions (আচার এবং ঐতিহ্য):** পারিবারিক আচার এবং ঐতিহ্য নৈতিক মূল্যবোধকে শক্তিশালী করে। উদযাপন, এবং পারিবারিক আচার-অনুষ্ঠানগুলি

প্রায়ই অন্তর্নিহিত নৈতিক শিক্ষা বহন করে এবং মূল্যবোধের গুরুত্বের উপর জোর দেওয়ার উপলক্ষ হিসেবে কাজ করে।

Role of Educational Institutions in Inculcating Moral Values

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্যক্তিদের সামগ্রিক বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ হিসেবে কাজ করে, যা একাডেমিক সাধনার বাইরেও নৈতিক মূল্যবোধকে অন্তর্ভুক্ত করে। শিক্ষার্থীদের নৈতিক ভিত্তি গঠনে এই প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তারা শেখার এবং ব্যক্তিগত বৃদ্ধির জন্য একটি কাঠামো প্রদান করে। স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয় সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যক্তির সামগ্রিক বিকাশে অপরিহার্য স্তম্ভ হিসাবে কাজ করে। সততা, সহানুভূতি এবং দায়িত্বশীল নাগরিকত্বের বিষয়ে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের জন্য নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা বহুমুখী, শ্রেণীকক্ষের বাইরেও বিস্তৃত।

Key aspects for role of Educational Institutions in Inculcating Moral Values:

1. **Formal Curriculum Integration (পাঠ্যক্রম একীকরণ):** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের পাঠ্যসূচিতে নৈতিক ও নৈতিক শিক্ষা প্রয়োগ করতে পারে। নীতিশাস্ত্র, দর্শন এবং নৈতিক যুক্তির কোর্সগুলি শিক্ষার্থীদের মৌলিক নৈতিক মূল্যবোধগুলি অন্বেষণ এবং বোঝার জন্য একটি কাঠামোগত প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে।

2. **Extracurricular Activities and Character Development Programs (পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রম এবং চরিত্র উন্নয়ন কর্মসূচী):** পাঠ্য বহির্ভূত ক্রিয়াকলাপ, যেমন সমাজসেবা, নেতৃত্বের কর্মসূচি, এবং চরিত্র গঠনের উদ্যোগ, শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা প্রদান করে যা নৈতিক মূল্যবোধকে শক্তিশালী করে। এই ক্রিয়াকলাপগুলিতে অংশগ্রহণ সহানুভূতি, দায়িত্ব এবং দলবদ্ধতার মতো গুণাবলীকে উত্সাহিত করে।

3. **Creation of a Positive and Inclusive School Culture (একটি ইতিবাচক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক স্কুল সংস্কৃতির সৃষ্টি):** সামগ্রিক স্কুল সংস্কৃতির নীতি, নিয়ম এবং সহকর্মীদের মিথস্ক্রিয়া, ছাত্রদের নৈতিক বিকাশকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির সক্রিয়ভাবে একটি ইতিবাচক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সম্মানজনক পরিবেশের প্রচার করা উচিত যা নৈতিক মূল্যবোধের সাথে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়।

4. **Promotion of Diversity and Inclusion (বৈচিত্র্য এবং অন্তর্ভুক্তির প্রচার):** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সহনশীলতা, সম্মান এবং অন্তর্ভুক্তির মূল্যবোধের প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বৈচিত্র্য উদযাপন করে এবং কথোপকথনে উৎসাহিত করে এমন একটি পরিবেশ গড়ে তোলার মাধ্যমে, স্কুলগুলি মুক্তমনা এবং সাংস্কৃতিকভাবে সংবেদনশীল বিকাশে অবদান রাখে।

5. **Encouraging Ethical Leadership (নৈতিক নেতৃত্বকে উৎসাহিত করা):** শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নৈতিক নেতৃত্বের গুরুত্ব গড়ে তুলতে পারে। সততা, জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতার মতো

গুণাবলী বৃদ্ধি করে, স্কুলগুলি ভবিষ্যতের নেতাদের বিকাশে অবদান রাখে যারা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকে অগ্রাধিকার দেয়।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্যক্তিদের সামগ্রিক বিকাশের জন্য প্রধান উপাদান হিসাবে কাজ করে, তাদের নৈতিক বৃদ্ধি সহ। নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা এবং সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর দ্বারা শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। এর সাথে সাথে তারা দায়িত্বশীল, সহানুভূতি পরায়ণ এবং সচেতন নাগরিক হিসেবে নিজেকে তৈরি করতে সফল হয়।